
হলদে
পাখীর
পালক
লীলা মজুমদার

হলদে পাখীর পালক

লীলা মজুমদার

ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং প্রাইভেট লিঃ

[স্থাপিত ১৯৪০]

৯৩, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭০০ ০০৭

সপ্তম মুদ্রণ :
৭ই ভাদ্র
১৩৯০

টা. ৭·০০

প্রচ্ছদ ও
অলংকরণ :
প্রশান্ত রায়

প্রথম সংস্করণ : ৭ই ভাদ্র ১৮৭৯ শকাব্দ
দ্বিতীয় মুদ্রণ : অগ্রহায়ণ ১৮৮১ শকাব্দ
তৃতীয় মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭০ বঙ্গাব্দ
চতুর্থ মুদ্রণ : জ্যৈষ্ঠ ১৩৭৪ বঙ্গাব্দ
পঞ্চম মুদ্রণ : কার্তিক ১৩৭৯ বঙ্গাব্দ
ষষ্ঠ মুদ্রণ : আশ্বিন ১৩৮৫ বঙ্গাব্দ

প্রকাশন : কনকপ্রভা বসু
৯৩ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলকাতা-৭

মুদ্রণ : ফ্রেণ্ডস গ্রাফিক
১১ বি, বিডন রো, কলকাতা-৬

* লীলা পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৫৮) *

* রাষ্ট্রীয় পুরস্কারপ্রাপ্ত (১৯৫৯) *

উৎসর্গ

প্রেমেন্দ্র মিত্রকে—

লীলা মজুমদার

হলদে পাখীর পালক

১

কত দেরী হয়ে গেল ভুলো তবু বাড়ি এল না, সন্ধ্যে হয়ে গেল, রাত হয়ে গেল। দাদু তাস খেলতে যাবার আগে বললেন, "খুঁজতে যাবার কিছু দরকার নেই, কেউ তোদের নেড়ি কুত্তো চুরি করবে না, খিদে পেলে সুড়সুড় করে নিজেই বাড়ি ফিরবে দেখিস।"

রুমুর গলার কাছটা কী রকম ব্যথা-ব্যথা করছিল; কখন ভুলোর খাবার সময় হয়ে গেছে, বারান্দার কোণায় ভুলোর থালায় দুধরুটি-গুলোকে নীল মত দেখাচ্ছে, পিঁপড়েরা এসেছে।

জানলার শিকের সঙ্গে ভুলোর চেনের আগায় কলারটা আটকানো ছিল। খুব মজার দেখাচ্ছিল। ভারী দুষ্টু ভুলো। কলার আঁটবার সময় কান খাড়া করে গলা ফুলিয়ে রাখে; তারপরে যেই না সবাই চলে যায়, কান চ্যাপটা করে, গলা সরু করে, কলারের মধ্যে থেকে সুড়ুৎ করে বেরিয়ে পড়ে দে ছুট।

কেন ভুলো পালিয়ে যায়?

দাদা চেন কলার আর একটা বেঁটে লাঠি হাতে নিয়ে গেটের কাছে দূরে রেলের লাইনের ওপারের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল। রুমুকে দেখেই রেগে গেল।

"যা, ঘরে যা, এখানে কেন এসেছিস? যা ভাগ্।"

"দাদা, বোধ হয় সে সাঁওতাল গ্রামে গেছে। ওরা যদি মারে?"

"বেশ হবে, ঠিক হবে, আমি খুব খুশি হব, পালানো বেরুবে, আসুক না বাড়ি, পিটিয়ে মজা বের কচ্ছি। যা, পালা, ছিঁচকাঁদুনে!"

রুমু আবার পিছনের বারান্দায় গেল।

এমনি সময় ভুলো বাড়ি এল। অন্যদিনের মত সামনের গেট দিয়ে দৌড়ে দৌড়ে নয়। রান্নাঘরের পিছন দিয়ে, দেয়াল ঘেঁষে ঘেঁষে ল্যাজ নামিয়ে, কান ঝুলিয়ে, আড়চোখে তাকাতে তাকাতে, স্রেফ্ একটা চোরের মত। এসেই রুমুর পায়ে মুখ রেখে ল্যাজ নাড়তে লাগল। রুমুর মুখে কথাটি নেই, গা শিরশির করতে লাগল। জানলা দিয়ে খাবার ঘর থেকে আলো এসে ভুলোর গায়ে পড়েছে, সেই আলোতে রুমু দেখতে পেলে ভুলোর ঠোঁটের কোণে ছোট্ট একটা হলদে পালক গুঁজে রয়েছে। সোনার মত জ্বলজ্বল করছে।

রুমুর বুকটা ধড়াস্ করে উঠল, এক দৌড়ে দাদার কাছে গেল।

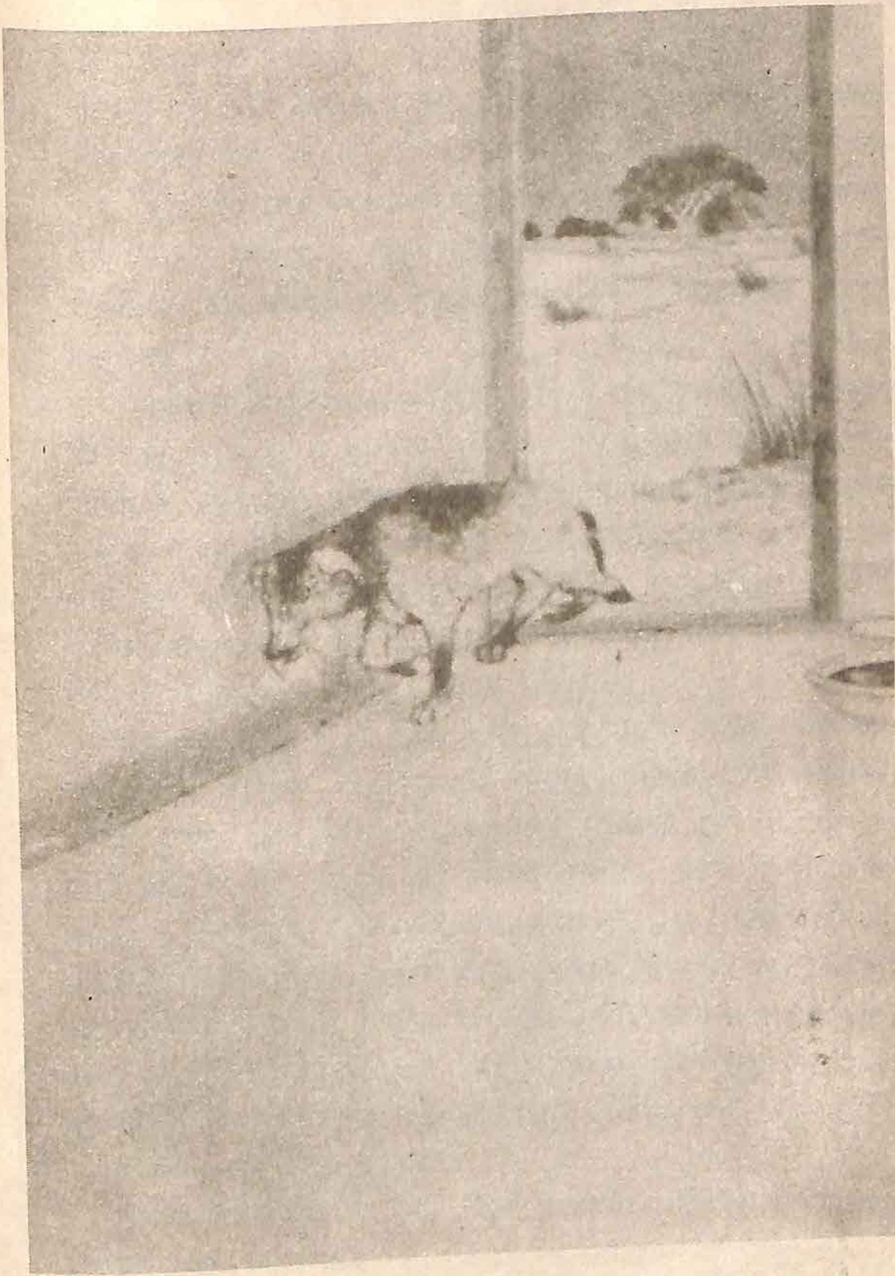
"দাদা, ভুলোর ঠোঁটের কোণায় সেইরকম হলদে পালক।"

"যাঃ, দূর, হলদে পাখী ঝগড়ুর বানানো।"

"না, দাদা, তুমি দেখবে এসো।"

ভুলো মাটির ভাঁড় থেকে জল খাচ্ছিল। হলদে পালকটা ভাড়ের জলে ভাসছিল। ভিজে একটু চুপসে গিয়েছে, কিন্তু তখনো সোনার মত জ্বলজ্বল করছে। বোগি পালকটা তুলে, মুছে, পকেটে রেখে দিল।

কারো মুখে কথা সরে না। কোথাও একটু আওয়াজ নেই, শুধু মাথার উপর একটা রাতের পাখীর ডানা নাড়ার ঝটপটি, আর দূরে কুসিদিদিদের পোড়ো জমির ঝাউগাছের পাতার মধ্যে দিয়ে শোঁ শোঁ করে বাতাস বইছে, আর রুমু বোগির বুকের ধুকপুকি। এবার তবে তো ঝগড়ু মিথ্যা কথা বলে নি। দারুণ গাঁজাখুরী গল্প বলে ঝগড়ু। ছমকায় ওদের গাঁয়ে নাকি হয় না এমন আশ্চর্য জিনিস নেই। সেখানে সীতাহার গাছের পিছনে সূর্য ডুবে গিয়ে যেই তার লাল আলোগুলোকে গুটিয়ে নেয়, অমনি নাকি আকাশ থেকে সোনালী রংএর অবাক পাখীরা বটফল খেতে নেমে আসে। তারা ডাকে না, কারণ তাদের গলায় স্বর নেই। তারা মাটিতে বা গাছের ডালে বসতে পারে না, কারণ তাদের



ল্যাজ ঝুলিয়ে, দেয়াল ঘষটাতে ঘষটাতে চোরের মতো এল

পা নেই। এমনি উড়ে উড়ে ফল খেয়ে আবার আকাশে চলে যায়। কিন্তু দৈবাৎ যদি একটা পাখীর ডানা জখম হয়ে সে মাটিতে পড়ে যায়, আর ঠিক সেই সময় যদি তাকে শেয়ালে কি কুকুরে খেয়ে ফেলে, তাহলে সেই শেয়াল কি কুকুর মানুষ হয়ে যায়। তাই শুনে বোগি বলেছিল, "যাঃ, ঝগড়ু, যত রাজ্যের বাজে কথা! জানোয়ার কখনো মানুষ হয়?"

"বিশ্বাস না করতে পার, বোগিদাদা, কি-ই বা জানো তুমি? জানলে কি আর রোজ রোজ মাস্টার মশাইএর কাছে বকুনি খেতে! কিন্তু আমাদের দুমকাতে ঐ রকম অনেক মানুষ আছে। তাদের দেখলেই চিনতে পারা যায়। কারণ সবটা মানুষের মত হলেও, চোখটা হয় পাটকিলে রংএর, আর কানের উপর দিকটা হয় একটু ছুঁচলো। নেই ওরকম মানুষ তোমাদের এখানেও? কেউ চোখে দেখে না ও পাখী, কিন্তু ঐ মানুষদের দেখলেই সব বোঝা যায়।"

পণ্ডিতমশাইএর গিন্নী রোজ সন্ধ্যেবেলায় দাদুর বাড়ির পাঁচিলের তলা থেকে আমরুল পাতা তুলতে আসেন। মাঝে মাঝে আমরুল তুলতে তুলতে চোখ উঠিয়ে রুমুকে বলেন, "আয়, তুলে দে, আমার গেঁটে বাত, এ সব তোদের কচি হাড়ের কাজ।" ততক্ষণে সূর্য তাল গাছের গুঁড়ির কাছে নেমে গেছে, ছায়াগুলো লম্বা হয়ে গেছে। পণ্ডিত-মশাইএর গিন্নীর চোখে আলো পড়ে, চকমকি পাথরের মত ঝকঝক করে; পাটকিলে রংএর চোখের মণি, তার মধ্যে সোনালী রংএর, সবুজ রংএর ডুরি ডুরি কাটা মনে হয়; মাথার কাপড় খসে যায়, ঝিনুকের মত পাতলা কান, উপর দিকটা গোল না হয়ে খোঁচা মতন।

ওরকম লোক এখানেও আছে।

দিদিমা এসে বলেন, "ওঃ, চাঁদের তাহলে বাড়ি ফেরার মর্জি হয়েছে। কে জানে হয় তো এবার এ বাড়ির অন্য লোকদেরও

পড়াশুনো খাওয়া দাওয়া ইত্যাদি হবে। মেজমামা সরভাজা এনেছে, জানিস্ তোরা ?"

ধোঁয়া ধোঁয়া গন্ধ সরভাজা। রুমু তখুনি চলে গেল। বোগি অনেকক্ষণ ভুলোর নাক মুখ চোখ পরীক্ষা করে দেখল। কই, কিছু তো হয় নি। তারপর খুব আঁটো করে কলার লাগিয়ে সরভাজা দেখতে গেল।

রাত্রে শোবার সময় মশারী টানাতে টানাতে ঝগড়ু বলল, "বোগি-দাদা, ভুলো কিছু খেলো না, চটের উপর শুয়ে খালি ঘুমুচ্ছে।"

বোগি রুমু একবার ঝগড়ুর দিকে তাকাল, কিন্তু কিছু আর বলা হল না। ঝগড়ুটা ভারী বাজে বকে, এখুনি দাদু-টাদুকে বলে একাকার করবে।

ঝগড়ু বলল, "কে জানে, যা পাজী কুকুর, ঘরের ভাত মুখে রোচে না, কোত্থেকে কি খেয়ে এসেছে কে জানে!"

বোগি শুধু বলল, "থাক্ চেনে বাঁধা। আজ রাত্রে ছাড়িস না ওকে।"

রুমু বলল, "কিন্তু রাতে যদি ক্যাঁওম্যাঁও লাগায়? দাদু যদি রাগ করে?"

ঝগড়ু মশারীর দড়িটাকে দাঁত দিয়ে কামড়ে টান করে ধরে, দু হাতে গিট বাঁধতে বাঁধতে বলল, "কম বদমাশ ঐ কুত্তো। সব বাড়ির কুকুর সারাক্ষণ বাঁধা থাকে, আর এনাকে একটু বাঁধলেই পাড়া মাত করবেন! ইদিকে ছাড়লে আবার একে কামড়ে, ওকে কামড়ে একাকার করবেন!"

রুমু বলল, "আহা, রুটিওলা যে ওর ল্যাজ মাড়িয়ে দিয়েছিল।" "তোমাদের দাদুর বন্ধু অনিমেষবাবুও ল্যাজ মাড়িয়েছিল?" বোগির বিরক্ত লাগছিল। "দেখ, ঝগড়ু, বাজে বকনা। অনিমেষবাবু কালো জোব্বা গায়ে দিয়ে এসেছিলেন। জানোই তো কালো জোব্বা দেখলে ভুলো রেগে যায়।" "বেশ, বোগিদাদা, বেশ! তোমাদের কুকুরের জন্য তোমাদের হাতে হাতকড়া পড়লে আমার আর কি হবে, বল!"

ঝগড়ু চলে গেলে, বোগি অনেকক্ষণ চুপ করে শুয়ে রইল। তারপর একবার উঠে, টেবিল থেকে টর্চটা নিয়ে, গুটিগুটি গিয়ে ভুলোকে দেখে এল।

ভুলো নাক ডাকাচ্ছে।

আবার এসে শুতেই রুমু চাপা গলায় ডাকল, "দাদা!"

"চুপ কর। ঘুমো। ঠিক আছে।"

পরদিন সকালে দাঁত মাজতে মাজতে পিছনের বারান্দায় গিয়ে রুমু বোগি দেখে, জানলার শিকের সঙ্গে ভুলোর চেন বাঁধা, তার আগায় কলার আটকানো, কিন্তু ভুলো নেই।

২

নেই তো নেই। চা খেতেও এল না। বোগি সে বিষয় কোনো কথা না বলে বাড়ির চার পাশটা একবার খুঁজে এল। রুমু রান্নাঘরের পিছনে ঝগড়ুকে একটু বলতে গিয়েছিল। ঝগড়ু চেঁচিয়ে মেচিয়ে এক কাণ্ড করে বসল।—"আমি যেতে পারি নেড়ি কুত্তো খুঁজতে এই সাত সকালে, যদি তোমরা দুজন কূয়ো থেকে জল তুলে স্নানের ঘরের চৌবাচ্চা ভরে, রান্নাঘরের ট্যাঙ্কি ভরে, চারাগাছে জল দিয়ে—" দিদিমাও রান্নাঘর থেকে ডেকে বললেন—"আচ্ছা, নেড়ি কুত্তো কখনো পোষ মানে শুনেছিস্? হাজার চান করিয়ে, পাউডার মাখিয়ে, কানা তোলা থালায় করে খেতে দিস্, সেই এর বাড়ি ওর বাড়ি আস্তাকুঁড়ের সন্ধানে ঘুরে বেড়াবে—যা দিকিনি এখন, সকাল বেলাটা হল গিয়ে সংসারের চাকায় তেল দেবার সময়।"

রুমু ঘরে ফিরে এল। বোগি কোলের উপর বই নিয়ে বসে আছে।

"দাদা, হলদে পালকটা দেখি।"

অদ্ভুত পালকটা। অন্য পালকদের রোঁয়াগুলো এক সঙ্গে সেঁটে মোলায়েম হয়ে থাকে। হলদে পালকটার রোঁয়াগুলো কোঁকড়া, রোদ লেগে ঝকমক করছে, হাওয়ায় ফুরফুর করছে। গোড়াটা সাদা কাঁচের একটা ফুলের বোঁটার মত।

রুমুর একটু ভয় ভয় করতে লাগল। এমনি সময় ওরা হাসিটা শুনতে পেল। ঝগড়ুর ঘরের ওদিক থেকে খিলখিল করে কে হাসছে। বোগি রুমু তখুনি এক দৌড়ে সেইখানে।

ঝগড়ুদের দাওয়ায় একটা ছেঁড়া মাছুরের উপর একটা ছোট্ট কালো ছেলে বসে আছে। এত মোটা যে পেটে ভাঁজ ভাঁজ পড়ে গেছে, মাথায় কয়েক গাছি কোঁকড়া চুল, খালি গা, এক গাল হাসি, পাটকিলে রংএর চোখ আর বড় বড় দুটো কান, মাথা থেকে পাখনার মত আল্‌গা হয়ে রয়েছে, উপর দিকটা একটু ছুঁচলো।

ঝগড়ুর বউ তাড়াতাড়ি ঘর থেকে বেরিয়ে এসে ছেলেটাকে টপ করে কোলে তুলে নিয়ে বলল, "আমার ভাইএর ছেলে, এখেনে কয়েকদিন থাকবে। তোমাদের এখন পড়ার সময় না ?"

রুমু জিজ্ঞাসা করল—"কখন এল ? কালতো ছিল না। কোত্থেকে এল ?"

বউ বললে, "আজ ভোরে এসেছে, দুমকা থেকে। তোমরা যাও, তোমাদের দিদিমা রাগ করবে। চাকর বাকরদের সঙ্গে বেশী মেলামেশা ভালো নয়।"

বোগি দাওয়ার উপর বসে পড়ল।

"কেন ভালো নয় ?"

বউ একটু রেগে গেল।

"দেখ, বোগিদাদা, এখন আমার রাঁধাবাড়ার সময়। অন্য সময় এসো।"

"ছেলেটাকে দাও, এক্ষুণি চলে যাচ্ছি।"

"অ মা! ছেলে নিয়ে তুমি কি করবে?"

"না দিলে কিছুতেই যাব না।"

ঝগড়ুর বউ রেগে মেগে দুম্ করে ছেলেটাকে মাটিতে বসিয়ে দিয়ে ঘরে চলে গেল।

বোগিও অমনি তাকে তুলে নিয়ে দে দৌড়।

বারান্দায় তাকে ছেড়ে দিতেই সে হামাগুড়ি দিয়ে সটান ভুলোর থালার কাছে গেল। তারপর খালি থালা দেখে তার রাগ দেখে কে!

রুমু একটু রুটি এনে দিতে তবে থামল। বোগি আস্তে আস্তে ডাকল —"ভুলো, ভুলো, ভুলো!" ছেলেটা খিলখিল করে হেসে, হামা দিয়ে কাছে এসে, ভিজে ভিজে জিভ দিয়ে বোগিকে চেটে দিল।

রুমু কাঁদতে লাগল। গোলমালের মধ্যে ঝগড়ু এসে ছেলেটাকে বারান্দা থেকে নামিয়ে মোমলতার তলায় ছেড়ে দিল।

"তোমরা এইখেনে খেলা কর দিদি। বারান্দার উপরে দিদিমা দেখলে রাগ করবে।"

ঝুরঝুর করে মোমলতার ফুল ঝরে পড়ছে, তাই দেখে ছেলেটা আহ্লাদে আটখানা। মুঠো মুঠো তুলে মুখে পূরতে চায়! শিশুগাছে দলে দলে বুনো হাঁস এসে বসেছে, দেখে মনে হয় বুঝি বড় বড় সাদা ফুলে গাছ ভরে গেছে। তাই দেখে খিলখিল করে ছেলেটা হেসে ওঠে। অমনি যেন নিশানা পেয়ে হাঁসের ঝাঁক এক সঙ্গে আকাশে উড়ে পড়ে। আকাশের দিকে দুই হাত তুলে ছেলেটা কাঁদতে থাকে।

রুমু বললে, "দাদা, আগেই তো ভালো ছিল।"

বোগি ছেলেটাকে খুব আস্তে একটা ঝাঁকি দিয়ে বলে, "কেন খেইছিলি হলদে পাখী? কে বলেছিল খেতে?"

ছেলেটার কান্না থেমে যায়, এই বড় বড় ফোঁটা চোখের জল গড়িয়ে গড়িয়ে পড়ে।

রুমু হঠাৎ উঠে পড়ে, ওকে বুকে জাপটে ধরে একেবারে ঝগড়ুর ঘরে বউএর কাছে দিয়ে আসে।

বউএর হাঁড়িতে টগবগ করে ভাত ফুটছে, বুদ্বুদ উঠছে, ফেটে যাচ্ছে, ফুটন্ত জল ছিটুচ্ছে, বউ ভারী খুশি।

"কি, এরই মধ্যে শখ মিটে গেল? আগেই জানি।"

ওখানে আর দাঁড়ানো নয়। ঘরে এসে দেখে বোগি পালকটাকে কুচি কুচি করে ছিঁড়ে ফেলেছে। বোগি বললে, "ধেৎ। নেড়ি কুকুর পুষতে হয় না। ওদের জাত খারাপ, পোষ মানে না, যা' তা' খায়। তার চেয়ে বিলিতী কুকুর ঢের ভালো। সেজমামা একটা দেবে, চাইলেই দেবে। তার জন্য নতুন লাল কলার কিনব। এটাকে ফেলে দে।"

রুমু অমনি জানলা গলিয়ে কলারটা বাইরে ফেলে দিল। নেড়ি কুত্তোর কলার আবার কে পরবে?

বোগি উঠে দাঁড়াল।

"দেখ, রুমু তারপর যদি কখনো ভুলোটা ফিরে আসে, খবরদার ঢুকতে দিবি না কিন্তু। ঠেলে বের করে দিবি।"

"দাদা, ভুলোকে ঠেলে দিলে যে আবার দৌড়ে দৌড়ে ফিরে আসে! মনে হয় ঠেলে দিলে বোধ হয় খুশি হয়।"

"তা হলে বেঁটে লাঠি দিয়ে মেরে তাড়াবি।"

"ওকে মারলে ও নিশ্চয় আমাকে কামড়ে দেবে। কক্ষনো যাবে না।"

"দেখ, কলারটা বরং আবার তুলে নিয়ে আয়। ছেলেটার গলায়ও মন্দ দেখাবে না। ওকি, এসময়ে শুয়ে পড়লি যে? সর, আমিও শোব, আমারো শরীর খারাপ লাগছে।"

৩

বিকেলে ঝগড়ু একটা ভাঙ্গা মাটির ভাঁড়ে করে কি যেন নিয়ে এল।

"কি রে ঝগড়ু? কি এনেছিস্?"

"উঠেই দেখ না, এ সেই আমাদের ডুমকার যাদুকরী মাঞ্জা, ঘুড়ির সূতোয় লাগিয়েছ কি দেখো কি কাণ্ড হয়।"

"কোথায় পেলি রে?"

"আরে ডুমকা থেকে কত কষ্ট করে আমার শালা এনে দিয়েছে। আহা, হাত দিয়ো না দিদি, মাঞ্জায় কাঁচের গুঁড়ো দেয়া থাকে জানো না?"

"তুমিই তো বলেছ ডুমকায় কাঁচ পাওয়া যায় না বলে জানলায় তোমরা চাটাই বুনে দাও, কাঁচ কোথায় পেল তোমার শালা? রোজ রোজ উল্টো রকম কথা বল!"

"বেশ, বিশ্বাস না হয় আমি কুসিদিদিদের বাড়িতে দিয়ে আসছি, জগুরাও সূতো লাটাই কিনেছে দেখে এলাম। তাছাড়া ডুমকায় কাঁচ নেই বলে থাকতে পারি, কাঁচ হয় না তা তো বলি নি। যাদুকরী মাঞ্জায় ডুমকার সেই কাঁচের গুঁড়ো না দিলে অন্য মাঞ্জা থেকে কোনো তফাতই থাকে না।"

রুমু রোগি বিছানা থেকে উঠে এসে বলল।

"কি রকম কাঁচ, ঝগড়ু?"

"তোমরা তা হলে হাত মুখ ধুয়ে, জলখাবার খেয়ে, জামাকাপড় পরে আমার সঙ্গে চল, শালবনে ফুল ফুটেছে দেখবে চল। তা হলে যাদুকরী মাঞ্জার কথা বলব।"

"সত্যি গল্প তো ঝগড়ু? তুমি কিন্তু ভীষণ গুল্ মারো।"

"ইচ্ছে না হয় বিশ্বাস কর না, আমি আর কি করতে পারি। তবে

এই কথা মনে রেখো, দরকার না হলে আমি কখনো মিছে কথা বলি না।"

শালবন থেকে রেলের লাইন দেখা যায় না, কিন্তু ট্রেণের শব্দ শোনা যায়। মাঝে মাঝে মনে হয় কত দূর থেকে আসছে, আবার তার পরেই মনে হয় একেবারে কানের গোড়ায়, কিন্তু যেই না মুখ ফিরিয়ে দেখতে গেছ, অমনি আবার মনে হবে কত দূরে সরে গেছে।

শালবনে থেকে থেকে দমকা দমকা হাওয়া দেয়, সাদা গুঁড়োর মত রেণু ওড়ে, শালফুলের সোঁদা গন্ধে দম বন্ধ হয়ে আসে।

"ভুলো এলে বেশ হত, না দাদা?" গাছের গোড়ায় ঢিপি ঢিপি ফুল জমেছে, ভুলো থাকলে ওর মধ্যে নাক ঢুকিয়ে নেচে কুঁদে একাকার করত। বোগি বলল, "ঝগড়ু, আর চালাকি নয়। বল শীগ্‌গির দুমকার কাঁচের কথা। না, চুপ করে থাকলে চলবে না ঝগড়ু।"

"চুপ করি কি সাধে! দুমকার কাঁচের কথা ভাবলেও আমার মনটা উদাস হয়ে যায়। দুমকা কি রকম জায়গা জানো তোমরা? শুকনো খরখর করে চারদিক, আর যেই শীত পড়ো পড়ো হয়ে আসে, অমনি শিরশির করে এক রকম বাতাস বইতে থাকে। আর গাছে গাছে পাতাগুলো সব আলাদা আলাদা হয়ে বাতাসে গা মেলে দেয়! রাত্তিরে শুয়ে শুয়ে ঐ বাতাসের শব্দ আর পাতা খসার আর দূরে কাদের বাড়িতে শীতলাগা কুকুরের ডাক শোনা যায়। দুমকার লোকেরা কুকুর ভালোবাসে, বোগিদাদা—"

এই অবধি বলে টুক্ করে একবার রুমুর মুখের দিকে তাকিয়ে ঝগড়ু তাড়াতাড়ি বলতে লাগল—

"আর শুধু কুকুর কেন—কুকুরদের পেজোমির কথা তো তোমরা জানোই—দুমকার লোকরা মুরগী ভালোবাসে, শূওর ভালোবাসে—বেড়াল বাদে সব জন্তু জানোয়ার ভালোবাসে—"

"কেন, বেড়াল বাদে কেন ?"

"খোলা শত্তুর ভালো, রুমুদিদি, যাদের নখ ঢাকা থাকে আর আলো লাগলে যাদের চোখ ছোট হয়ে যায়, তাদের ভালোবাসতে নেই। ভুমকার লোকেরা তাই বেড়াল ভালোবাসে না।"

বোগি বললে, "আঃ, কি বেড়াল বেড়াল করছ, কাঁচের কথাটা বল না।"

"এই বলি শোন। চাটাই দিয়ে জানলা বন্ধ করে ঝাঁপিঝুঁপি হয়ে শুয়ে থাকি, শরীরটা গরমের মধ্যে আরামে শুয়ে থাকে কিন্তু মনটা ঐ বাইরে বাইরে শীতের মধ্যে পাতা খসার শুকনো গন্ধের মধ্যে, ঝোড়ো বাতাসের মধ্যে হু হু করে বেড়ায়।"

"কেন ?"

"আরে চারিদিক অন্ধকার হয়ে গেলে শরীরের চোখ তো বন্ধ হবেই, আর শরীরের চোখ বন্ধ হলে মনের চোখ খুলবে না ? যাই হোক, আমার বুড়ো ঠাকুর্দা ভাবলেন ঘরে আলো আনতে হবে। জানলায় কাঁচ দিয়ে দিনে আলো আনতে হবে, প্রদীপের চারদিকে কাঁচ দিয়ে রাতে আলো আনতে হবে। কিন্তু ভুমকায় কাঁচ কোথায়, কাঁচের বড় দাম। তখন আমার বুড়ো ঠাকুর্দা শাল গাছ, মহুয়া গাছ আর হাজার হাজার মৌচাক সুদ্ধু একটা গোটা বন বেচে দিয়ে, শহর থেকে এক বাবু ভাড়া করে আনলেন, সাহেবদের লেখা কেতাব দেখে কাঁচ তৈরী করে দেবে। তাকে নিজের ঘর ছেড়ে দিলেন, বিরাট চুল্লী তৈরী করে দিলেন, মালমশলার পাহাড় বানিয়ে ফেললেন, মুরগি আর গাওয়া ঘি খেয়ে খেয়ে রোগা বাবু মোটা হয়ে গেল, কিন্তু কাঁচ আর হল না।"

"কেন হল না ঝগড়ু ?"

"আরে আজ নয় কাল নয় করে করে বছর ঘুরে গেল, শেষটা বুড়ো ঠাকুর্দা একদিন রেগেমেগে তাকে যা নয় তাই বলে বকাবকি করলেন।

তারপর সে ঘোর রাত্রে পায়ে হেঁটেই ঝুমকা থেকে চলে গেল। সারা দিন তাকে খোঁজাখুঁজির পর গভীর রাতে ঠাকুর্দা বড় চুল্লীটা জ্বেলে, তার মধ্যে ঐ পাহাড় পাহাড় মালমশলা আর রাশি রাশি সাহেবদের বই সব ঢেলে দিয়ে, রাগে দুঃখে সারারাত বনে বনে ঘুরে বেড়ালেন।"

"ওরে বাবা! বাঘে খেল না?"

"আরে তোমরা যে কিছুই জান না দেখছি। রাগী মানুষদের আর পাগলদের কেউ কিছু বলে না, তাও জানো না?"

যাই হোক, সকালে উস্কোখুস্কো চুল আর লাল ভাঁটার মত চোখ নিয়ে বাড়ি ফিরে দেখেন, চুল্লীর সেই গন্‌গনে আগুনে সব জ্বলে পুড়ে খাক্ হয়ে গিয়েছে, আর তার জায়গায় চুল্লীতে ঠেসে রয়েছে পরত পরত কাঁচ, আর সবার নীচে উনুনের ছাঁচে ঢালাই হয়ে আছে এই বিশাল এক দলা সবুজ কাঁচ। কাঁচ কাটে যারা তারা এল, জানলা হল, প্রদীপের ঢাকনি হল, সব হল, ঝুমকার দুঃখ তখনকার মত ঘুচল, আর ফালতো কাঁচ গুঁড়িয়ে যাদুকরী মাঞ্জায় দেয়া হল।"

"ঝুমকার দুঃখ ঘুচল তো তুমি কেন ঝুমকা ছেড়ে এখানে এলে চাকরী করতে?"

"বললাম না তখনকার মত ঘুচল। দুঃখ কি আর চিরকালের মত ঘোচে, বোগিদাদা? সমুদ্রের ঢেউএর মত বারেবারে ফিরে আসে। তবে হ্যাঁ, এই যাদুকরী মাঞ্জাটাও কিছু কম যায় না।"

"কেন কি হয় ওতে?"

"সেই কথাই তো বলছি, তা তোমাদের কিছুতেই তর সয় না।"

"আচ্ছা ঝগড়ু, সব জানলায় কাঁচ হল, তবে তোমরা চাটাই লাগাও কেন?"

"সেও এক কাহিনী, রুমুদিদি। যাট বছর আগে যে বড় ভূমিকম্প হয়েছিল, তাতে ঝুমকার একটি বাড়িও দাঁড়িয়ে ছিল না, কাঁচটাঁচ সব

গুঁড়ো। এই মাঞ্জা তো সেই গুঁড়ো দিয়েই তৈরী। আমাদের ঝুমকায় ঘরে ঘরে কৌটো করে সেই কাঁচের গুঁড়ো তুলে রাখে। মাঞ্জার সঙ্গে একটু করে দেয়া হয়, ফুরিয়ে গেলে আর তো পাওয়া যাবে না, দিদি। চল, এখন না ফিরলে আঁধার হয়ে যাবে, সূর্য ডোবার পর এ জায়গাটাও অন্য রকম হয়ে যায়, চল এখন ফেরা যাক।"

"তা হলে রাত্রে শোবার সময় মাঞ্জার কথা বলবে তো ঠিক ?"

ঝগড়ু দুজনার কনুই ধরে তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে চলল—"হ্যাঁ, হ্যাঁ, সে হবে 'খন।"

রাত্রে মাংস রান্না হয়েছিল। মোটা হাড়গুলো কে খাবে ? তার উপর রুমুর খুব পা কামড়াচ্ছিল। দিদিমা ঝগড়ুকে বকলেন। "কি দরকার ছিল ওদের শালবন অবধি হাঁটাবার, ঝগড়ু ? বয়সের সঙ্গে সঙ্গে তোমার দেখি বুদ্ধি বাড়ছে।"

ঝগড়ু কিছু বলল না। ঝগড়ু বোধ হয় খুব বুড়ো, কানের কাছের চুলগুলো সব সাদা হয়ে গেছে, হাতের অনেকগুলো নখ ভাঙ্গা, শিরাগুলো উঁচু উঁচু হয়ে রয়েছে। রুমু একটা আঙ্গুল দিয়ে ঝগড়ুর শিরায় হাত বুলিয়ে দিল। বোগি বলল, "ঝগড়ু, তুমিও চল, আমরা শোব, তুমিও আমাদের সঙ্গে চল।"

হাত ধুতে গিয়ে রুমু একবার কানাতোলা থালাটার কাছে গেল। বোগির রাগ ধবল, "কি করে আসবে সে ? তুই এত বোকা কেন রুমু ? হাড়গুলো তুলে এনে থালায় ফেললি ?" রুমু পা দিয়ে থালাটাকে একটু সরিয়ে বলল, "ঝগড়ুর বউ সন্ধ্যেবেলা ছেলেটাকে কলা চটকে খাওয়াচ্ছিল। আমার বড্ড পা কামড়াচ্ছে, দাদা।" রুমু মহা কান্নাকাটি লাগিয়ে দিল।

৪

ঝগড়ু অনেকক্ষণ ধরে রুমুর পা টিপে দিল। পা টিপতে টিপতে মাঞ্জার কথাটা বলল।

"আমরা যখন ছোট ছিলাম, বোগিদাদা, ঐ মাঞ্জা সূতোয় লাগিয়ে একদিন ঘুড়ি উড়িয়ে ছিলাম। সারাদিন লেগেছিল সূতোয় মাঞ্জা দিতে। লম্বা করে দুটো শিশুগাছে বেড় দিয়ে সূতো শুকোন হল। ঘুড়ি উড়োতে সেই বিকেল হয়ে গেল।

আমি আর আমার ভাই ঝমরু, না খেয়ে না দেয়ে সূতো তৈরী করে, আকাশে তো ঘুড়ি ছেড়ে দিলাম। ছাড়তেই মনে হল জ্যান্ত পাখী ছেড়ে দিলাম। ঘুড়ি কাত হল না, গোত্তা খেল না, শোঁ শোঁ করে একেবারে সটান মাঝ আকাশে উড়ে গেল।

যতই সূতো ছাড়ি ততই ঘুড়ি উপরে উঠে যায়। ঝমরু বললে, দাদা ঘুড়ির কেন ওজন নেই, টান নেই? বাস্তবিকই তাই, এদিকে লাটাই এর সূতোও প্রায় শেষ। আমি বল্লুম, সারাদিন মাঞ্জা দিলাম, সব কটি সূতো যাবে শেষে, থাক, তুই টেনে নামা।

কি বলব, বোগিদাদা, সে ঘুড়ি নামতে চায় না, জোর করে। ততক্ষণে সূয্যি ডুবেছে, গাঁয়ের লোক আর যারা ঘুড়ি ওড়াচ্ছিল সবাই চলে গেছে, তখন ঘুড়ি এসে চোখের সামনে দেখা দিল। দেখা দিল কিন্তু মাটিতে পড়ল না। ঝমরু আর আমি দেখলাম ঘুড়ির কলের সঙ্গে জড়িয়ে আছে আশ্চর্য একটা হলদে পাখী। তার পা নেই, মাটি থেকে এক হাত উপরে খালি খালি ফড়ফড় করে উড়ে বেড়াচ্ছে। গলায় স্বর নেই, ডাকছে না, কিন্তু লাল চুনীর মত দুটি চোখ দিয়ে পাগলের মত ইদিকে উদিকে তাকাচ্ছে।"

বোগি জিজ্ঞাসা করল—"তবে না বলেছিলে কেউ ও পাখী চোখে দেখেনি?"

"মিথ্যা কথা বলেছিলাম বোগিদাদা। আর কেউ কখনো দেখেনি, শুধু ঝমরু আর আমি দেখেছিলাম। ঝমরু তাকে খপ্ করে ধরে ফেলল, অমনি সে চোখ বুঁজে নিঝুম হয়ে গেল, খালি ওর বুকটা ধড়াস ধড়াস করতে লাগল। কিন্তু যেই না আমি তাকে ধরেছি আর ঝমরু তার গলা থেকে সুতোর ফাঁস খুলে দিল, অমনি সে ডানা ঝাপটা দিয়ে আমার হাত থেকে ফস্কে গিয়ে, তীরের মত আকাশে উড়ে দেখতে দেখতে মিলিয়ে গেল।"

"তারপর কি হল ঝগড়ু?"

"তারপর আর কি হবে? ঝমরুর আর আমার আর দেশে থাকা হল না। ঐ পাখীর ডানার ঝাপটা যার গায়ে লেগেছে সে কি আর ঘরে তিষ্ঠুতে পারে, বোগিদাদা? আজ তুমি ঘুমোও বোগিদাদা, দেখ রুমুর চোখ কখন বুঁজে গেছে।"

তারপর দিনও ভুলো এল না, তারপর দিনও না, তারপর দিনও না।

তারপর দিন রুমু বললে, "ঝগড়ু, যে শেয়ালরা কুকুররা হলদে পাখী খেয়ে মানুষ হয়ে যায়, তারা আর জানোয়ার হয় না?"

ঝগড়ু বললে, "একবার মানুষ হলে তারা কি আর জানোয়ার হতে চাইবে, দিদি? তবে শুনেছি নিঢ়ুলী মন্ত্র দিয়ে সব হয়।"

"তুমি জানো সেই নিঢ়ুলী মন্ত্র?"

"জানি আমি সবই। আমাদের ঢুমকায় ছেলে-ছোকরারাও নিঢ়ুলী মন্ত্রের কথা শুনেছে। কিন্তু করা বড় শক্ত।"

"কেন শক্ত, ঝগড়ু?"

"তার জিনিসই পাওয়া যায় না, দিদি; পাঁচঠেঙো মাকড়সা চাই, সোনারুপোর মাদুলী চাই—এখন আমি বাজারে যাচ্ছি, দিদি, পরে সব বলব।"

"বাজারে যাচ্ছ, ভালোই হল, ঝগড়ু, একটু দেখো তো।"

"কি দেখব, দিদি ?"

"সেই। সেই সোনারুপোর মাদুলী যদি পাও।"

"সে কি অত সহজে মেলে দিদি ?"

"তা হলে সেদিন সেই একচোখ লোকটাকে তাড়িয়ে দিলে কেন ? ওর কাছে হয় তো ছিল। বলল—রক্ত-বন্ধ করা মাদুলী আছে, স্বপ্ন-দেখা মাদুলী আছে। দেখলে না কেন, ঝগড়ু ?"

"আচ্ছা, এবার দেখলে তাকে ডেকে আনব'খন। কিন্তু কি করবে তুমি ঐ মাদুলী দিয়ে ?—বিকেলে হীরে খুঁজতে যাবে তো ?"

"হ্যাঁ, যাব। হীরে খুঁজব, আর সেই যে তুমি বলেছিলে সাপের মাথার ফুল, যে ফুল কখনো শুকোয় না, সেই খুঁজব। খোয়াইএর মধ্যেই সব পাওয়া যাবে তো ?"

"পাওয়া যাবে কি না জানি না, দিদি। তবে খোয়াইএর মধ্যেই ওসব খুঁজতে হয়। পেলেই তো মজা ফুরিয়ে গেল।"

বিকেলে যেতে হয় খোয়াইএ। বর্ষার জলে মাটি খেয়ে খেয়ে লাল কাঁকরের পাঁজরা বেরিয়ে থাকে। ধারে ধারে মনসা গাছ মাথা উঁচিয়ে কাঁটা বের করে দাঁড়িয়ে আছে। আলো কমে এলেই রুমুর কেমন মনে হয় মনসারা আগের মত চুপ করে দাঁড়িয়ে নেই, মাথা ঘুরিয়ে ইদিক উদিক দেখছে। খোয়াইএর মধ্যে কত রকম আশ্চর্য সাদা লাল পাথর পড়ে থাকে। ঝগড়ু বললে,—

"কিছুই বিশ্বাস কর না, বোগিদাদা, বইয়ে না লেখা থাকলে কিছুই মানতে চাও না। আরে বইয়ে কতটুকুরই বা জায়গা হয়, বল ? আমাদের দুমকাতে একরকম গাছ আছে তারা চলে বেড়ায়।"

"ফের বাজে বকছ, ঝগড়ু ?"

"আরে না না, নিজের চোখে দেখা। ছোট বেলায় ঝমরু আর আমি পাহাড়ে যেতাম ছাগল চরাতে। আমাদের দেশের জন্তু-জানোয়ারদের

বড় কষ্ট, রুমুদিদি, এমনি খরা যে ঘাসগুলো সব জ্বলে পুড়ে যায়। তবে পাহাড়ের উপরে বড় বড় পাথরের ছায়ায় ছায়ায় লম্বা লম্বা ঘাস থাকে, ছাগলরা তাই খেতে বড় ভালোবাসে।

ছাগলরা চরে বেড়ায়, আর ঝমরু আর আমি সারাটা দিনমান এ পাথর থেকে ও পাথরে লাফিয়ে বেড়াই, বাঁশী বাজাই, আর পাথরের আড়ালে ঘুমুই। ঝমরু একটু রাগী ছিল, দিদি, একটুতেই মেরে ধরে একাকার করত।"

"কোথায় সে এখন ?"

বোগি একটু কাছে এসে বলল, "মরে গেছে নিশ্চয়।" ঝগড়ু রাগ করল। "মরবে কেন বোগিদাদা, তোমার যেমন কথা! ঝমরু এখন বড্ডিনাথে পুলিশে চাকরী করে, তার পাঁচটা ছেলে পাঁচটা মেয়ে; কেউ মরে নি।"

"আচ্ছা, আচ্ছা, তারপর বল, ঝমরু ভারী রাগী ছিল, তারপর ?"

"একদিন একটা ছাগল কিছুতেই পাহাড়ে উঠবে না। আমি যতোই তাকে ফুস্‌লোই সে উল্টে গুঁতোতে আসে। তখন ঝমরু রেগেমেগে দিয়েছে তাকে এক লাথি কষিয়ে। ছাগলটা অমনি তরতর করে পাহাড়ে উঠে গেল বটে, কিন্তু পাশেই একটা মস্ত মস্ত শাঁসালো পাতাওয়ালা কাঁটাগাছ ছিল, ঝমরুর পায়ে তার একটা এই বড় কাঁটা গেল বিঁধে। অমনি চুনির মত গোল গোল রক্তের ফোঁটা টপটপ করে পড়তে লাগল, আর ঝমরুর সে কি চ্যাচামেচি! রেগে গাছটার গোটা ডালটাই ছিঁড়ে ফেলে দিলে, আর তার গা থেকেও একরকম সাদা রস পড়তে লাগল।

তারপর ব্যথা কমলে আমরাও পাহাড়ে চড়লাম। ঝমরু কি করে, পায়ে ব্যথা, সেদিন আর দৌড়-ঝাঁপ করতে পারে না। তখন সে করল কি, মাঝারি পাথরগুলোকে উল্টে উল্টে ফেলতে লাগল। কখনো পাথর উল্টেছ, রুমুদিদি ?"

"না তো। কেন, কি হয় ?"

"পাথরের তলাকার ছোট বড় পোকারা উর্ধ্বশ্বাসে যে যেদিকে পারে পালায়। সে ভারী মজা লাগে দেখতে কিন্তু ওদের ভারী কষ্ট হয়।"

"কেন কষ্ট হয় ?"

আরে, ওরা অন্ধকারের পোকা, আলো সইতে পারে না। তাছাড়া পাথরের তলাটাই ওদের বাড়ি, বাচ্চাটাচ্চা ডিমটিম নিয়ে সেখানে ওরা থাকে। পাথর উল্টে ফেলে দিলে বাচ্চারা মরে যায়, ডিমরা ভেঙ্গে যায়।"

"ইস্! ঝমরু তো ভারী দুষ্টু ছেলে।"

"না, দুষ্টু মোটেই নয়, রুমুদিদি, আমাদের দুমকার ছেলেরা আর যাই হোক, কখনো দুষ্টু হয় না। তবে অতটা ভেবে দেখে নি।"

"আচ্ছা, তারপর বল।"

"তারপর আট দশটা পাথর ঐ রকম উল্টে ফেলবার পর, ঝমরুর সে কি চীৎকার! আমি ভাবলাম নিশ্চয় পোকায় কামড়েছে। ছুটে গিয়ে দেখি, ওর পায়ে আবার সেই রকম একটা কাঁটা ফুটে রয়েছে!

তাকিয়ে দেখি পাশে ঠিক সেই রকম একটা গাছও রয়েছে। শুধু তাই নয়, গাছটার একটা ডালও ভাঙ্গা, আর সেইখানে ফোঁটা ফোঁটা সাদা রস জমে রয়েছে।"

"কি করে হতে পারে ঝগড়ু? তুমি কি বলতে চাও সেই গাছটাই পাহাড়ে চড়েছিল ?"

"দেখ, বোগিদাদা, তোমাদের সঙ্গে আমাদের এই তফাত যে আমরা যা দেখি তাই মেনে নিই, অত 'কি করে হল' জানতে চাই না। কিছুই মানতে চাও না, এই হল মুশকিল। আমি একবার খোয়াইএর মধ্যে ঘোড়ার কঙ্কাল পেয়েছিলাম, তাও বোধ হয় বিশ্বাস করবে না ?"

বোগি বলল, "তা কেন বিশ্বাস করব না? একটা সত্যি ঘোড়াই হয় তো বুড়ো হয়ে খোয়াইএর মধ্যে মরে গেছিল, কিম্বা হয় তো কিছুতে

মেরে ফেলেছিল, কিম্বা পথ হারিয়ে না খেতে পেয়ে মরে গেছিল—ও কি, ফের কাঁদছিস্ রুমু ?"

রুমু ফ্রকের কোণা তুলে চোখ মুছে বললে, "ঘোড়া মরে গেলেও কাঁদতে পাব না ? না খেতে পেয়ে একলা একলা অন্ধকারে খোয়াইএর মধ্যে ঘুরে বেড়ালেও কাঁদতে পাব না ?"

বোগি বিরক্ত হয়ে বলল, "ফ্রক নামাও, রুমু তোমার পেট দেখা যাচ্ছে !"

ঝগড়ু ব্যস্ত হয়ে উঠল। "আহা, কান্নাটা থামিয়ে আসল কথাটাই শোন না, দিদি। ঘোড়াটার ওরকম কিছুই হয় নি।"

"কি করে জানলে ?"

"শোনোই না বলি।"

৫

ঝগড়ু খোয়াইএর মধ্যে একটা ভালো জায়গা বেছে নিয়ে বসে পড়ল।

"ওরকম কিছুই হয় নি বুঝলাম, কারণ কঙ্কালটার কাছে গিয়ে দেখলাম মেলা ঈগল পাখীর পালক ছড়ানো।"

"ও, তা হলে হয় তো ওকে ঈগল পাখীতে ধরে নিয়ে যাচ্ছিল, পাহাড়ের উপরে ঈগল পাখীর বাসাতে বাচ্চারা খাবে বলে। তারপর নখ থেকে কি করে খুলে ঘোড়াটা খোয়াইয়ে পড়ে মরে গেছিল।"

"আচ্ছা, রুমু, আবার কি হল ?"

"ঈগল পাখীতে ধরবে কেন ? আস্তাবলে রাখে না কেন ?"

"কি মুশকিল! আমাকে গল্পটা বলতে দেবে কি না ?"

"ও, গল্প ? তা হলে সত্যি নয় ?"

"সত্যি নয় মানে ? আমার সব গল্পই সত্যি গল্প।"

"বল, তারপর ঈগল পাখীর পালক দেখে কি করলে ?"

"ভালো করে দেখে বুঝলাম ঈগল পাখীরই পালক নয়। ঈগল পাখীর পালক অত বড়ও হয় না—ওরকম নীল-নীলও হয় না।"

"তবে ?"

"বুঝলাম, তাহলে ওরই পালক।"

"ওরই পালক মানে ? ঘোড়ার আবার পালক হয় নাকি ?"

ঝগড়ু উঠে পড়ল, "কি যে বল। ঘোড়ার পালক হয় না ? এবার হয়তো বলবে ঘোড়ার ডানাও হয় না। কঙ্কালটার কাঁধের কাছে দেখলাম, মুরগীদের ডানার হাড়ের মত বিরাট বিরাট দুই হাড়।"

রুমু হাত দিয়ে নিজের মুখ চাপা দিয়ে চাপা গলায় বলল, "তবে কি—তবে কি ওটা পক্ষীরাজ ছিল, ঝগড়ু ?"

"তা জানি না, তবে শুনেছি পক্ষীরাজরা বুড়ো হলে, পুরোন দেহটাকে ছেড়ে নতুন দেহ গজিয়ে নেয়।"

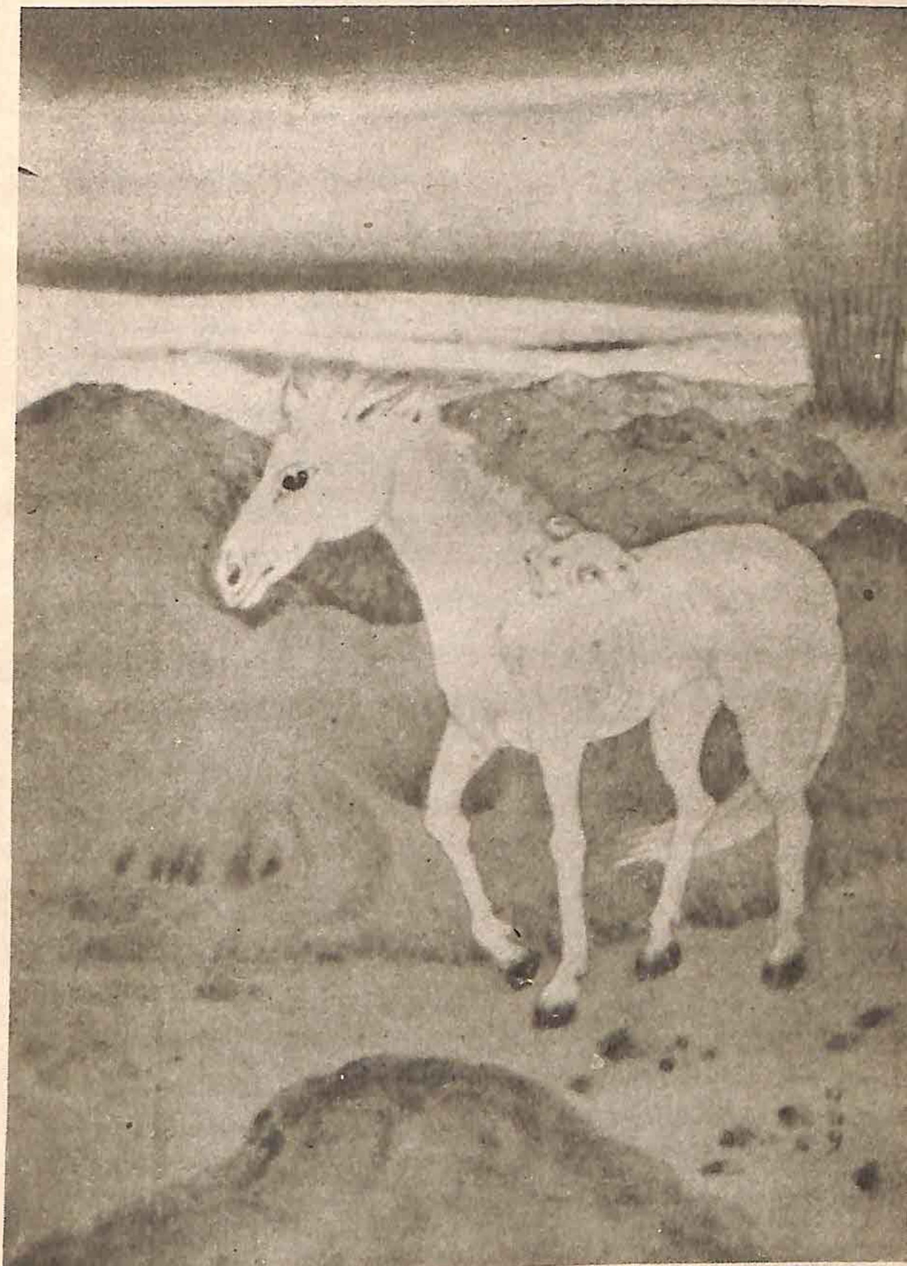
বোগি বললে, "না, তুমি ভীষণ গাঁজাখুরী গল্প বল, ঝগড়ু, নতুন দেহ গজিয়ে নেয় আবার কি ?"

"তা তোমাদের এখানে কি হয় না হয়, সে বিষয় আমি তো কিছু বলতে পারি না, কিন্তু দুমকাতে হয় না এমন আশ্চর্য জিনিস নেই। তাছাড়া টিকটিকির ল্যাজ গজাতে পারে, আর পক্ষীরাজ দেহ গজাতে পারে না বললেই হল !"

"ঘোড়ার কঙ্কাল তো এখানে পেয়েছিলে বললে।"

"এখানে পেলেই তাকে এখানকার ঘোড়া হতে হবে ? আমিও তো এখানে আছি, তাহলে কি আমিও দুমকার ছেলে নই ?"

ঠিক এই সময় ওদের কানে এল স্পষ্ট ঘোড়ার খুরের শব্দ। সবাই



সাদা ঘোড়ার চোখের তল নেই, থৈ নেই

অবাক। তার পরে পাশের গর্ত মতন জায়গা থেকে হাঁচড় পাঁচড় করতে করতে উঠে এল একটা হাড় গিরগিরে সাদা ঘোড়া।

তার খুর ছাড়া সবটা সাদা। গায়ের লোম, চুল, ল্যাজ, চোখের পাতি সব সাদা। খালি খুর চারটে আর চোখের মণিটা কুচকুচে কালো।

ওদের দেখে ঘোড়াটা চারটে পা এক জায়গায় জড়ো করে থমকে দাঁড়াল, তার সমস্ত শরীরটা থরথর করে কাঁপতে লাগল, চোখের কালো মণির চারধারে অনেকখানি করে সাদা দেখা গেল। ঠোঁটের কোণায় একটু সাদা ফেনা লেগে রয়েছে, বুকটা হাপরের মত উঠছে পড়ছে।

বোগি রুমুর মুখে কথা নেই। ঘোড়াটার প্রত্যেকটা পাঁজর গোনা যায়, আর কাঁধের উপর দুটো হাড় অদ্ভুত রকম উঁচু হয়ে রয়েছে। ঝগড়ু ওদের কানে কানে বলল, "নড়বে না, খবরদার আওয়াজ করবে না।"

তারপর দুহাত সামনের দিকে বাড়িয়ে, মুখ দিয়ে একটা অদ্ভুত পাখী ডাকার মত নরম শব্দ করতে করতে ঝগড়ু ঘোড়াটার দিকে এগুতে লাগল। আস্তে আস্তে ঘোড়াটার কাঁপুনি থেমে গেল, চোখ দুটো কালো মখমলের মত হয়ে গেল, সেও একটু এগিয়ে এসে মাথা নিচু করে ঝগড়ুর হাতের তেলোয় মুখ গুঁজে দিল। ঝগড়ু অন্য হাতটা দিয়ে তার পিঠে হাত বুলোতে লাগল।

"এবার তোমরা কাছে আসতে পার, দিদি, ও আর কিছু বলবে না। কিন্তু সামনে দিয়ে এসো, ঘোড়ার পিছন দিক দিয়ে কখনো আসতে হয় না।"

"তুমি এত কথা কি করে জানলে, ঝগড়ু?"

ঝগড়ু মুখটা তুলে, দূরে যেখানে গাছের পিছনে সূর্য ডুবে যায়, সেই দিকে চেয়ে বলল,—

"বলেছি তোমাদের, হলদে পাখীর ডানার ঝাপটা লেগেছে আমার গায়ে, দেশে আমি তিষ্ঠুতে পারি না। কোথায় কোথায় যে সে আমাকে

নিয়ে বেড়িয়েছে সে আর কি বলব। বললেও তোমরা বিশ্বাস করবে না, তোমাদের কেতাবে সে সব জায়গার কথা লেখে না। ঘোড়দৌড়ের মাঠে কাজ করেছি আমি পাঁচ বচ্ছর। বোগি দাদা, ভালো ঘোড়া রেসের দিনে কেন দৌড়য় না তাও জানি, খারাপ ঘোড়া কেন হঠাৎ ঝড়ের মুখে খড়ের কুটোর মত ছুটে চলে তাও জানি। চল, ওঠ, ঘরে যাবার সময় হয়েছে।"

সাদা ঘোড়াটা তুটো কান খাড়া করে ঝগড়ুর কথা শুনছিল, এবার মুখ তুলে ঝগড়ুর চোখের দিকে চেয়ে রইল, ওর চোখ দেখে মনে হল যেন কালো দীঘির জল, তার তল নেই থৈ নেই।

"বল না ঝগড়ু, হলদে পাখীর ডানার ঝাপটা লাগলে আর কেন ঘরে তিষ্ঠুনো যায় না ?"

"বুকের মধ্যে খানিকটা জায়গা ফাঁকা হয়ে যায়, ফোঁপরা হয়ে যায়, তুনিয়াতে হরেকরকম ভালো জিনিস আছে, কিন্তু কিছু দিয়েই আর সে ফাঁকা ভরানো যায় না, বোগিদাদা ; ঘর ছেড়ে, ঘরের মানুষ ছেড়ে তাই বেরিয়ে পড়তে হয়। চল, আঁধার নামছে।"

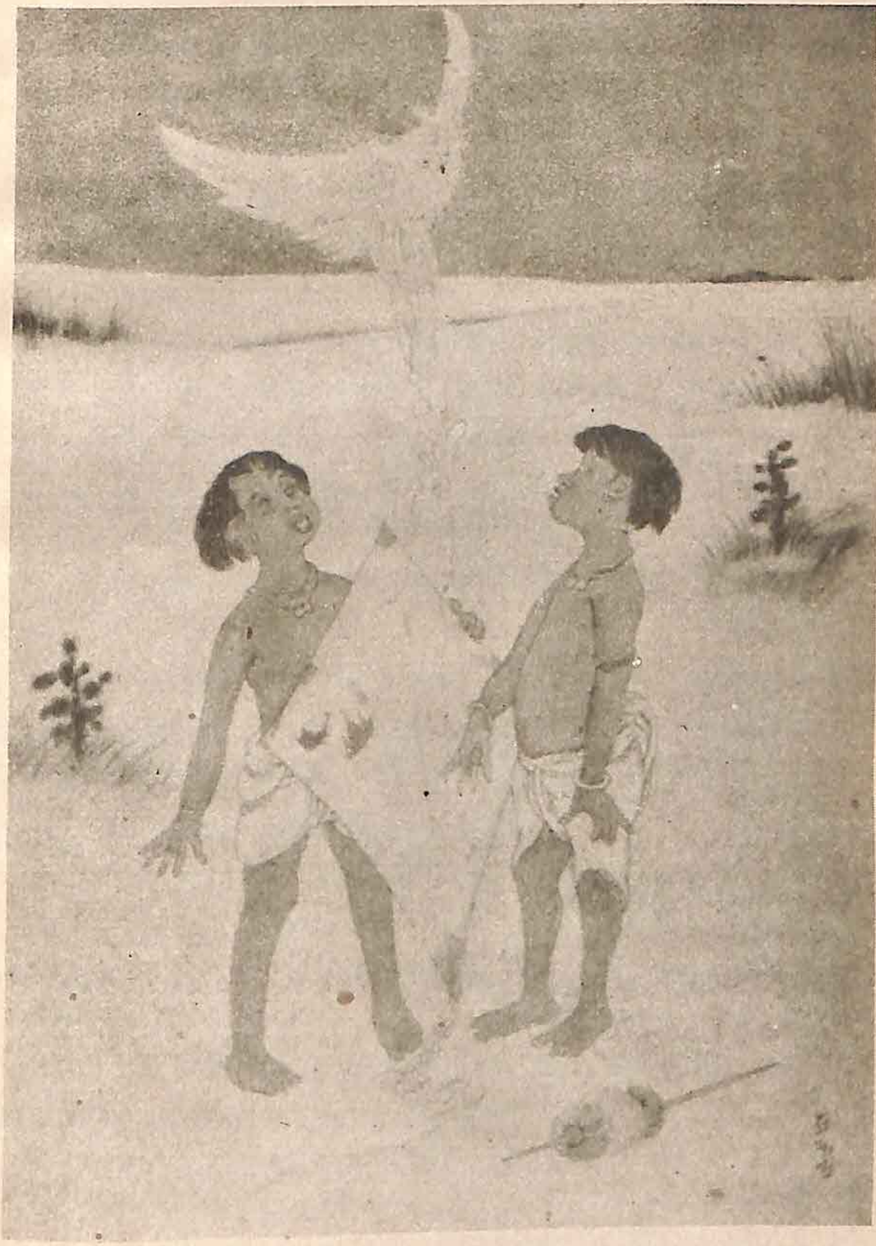
"কিন্তু তাহলে সাদা ঘোড়ার কি হবে ? ওকে বাড়ি নিয়ে গেলে হয় না ঝগড়ু ?"

"থাকবে কোথায় ? খাবে কি ? তোমাদের দিদিমা কেন থাকতে দেবে ?"

"তোমার ঘরে থাকবে ঝগড়ু, তরকারির খোসা খাবে, দিদিমা জানতেও পারবে না।"

রুমু বলল, "আর জানলেই বা কি হবে ? তোমার ঘরে যে কালো ছেলেটা এসেছে, দিদিমা বলেছে কিছু ?"

ঝগড়ু মাথা উঁচু করে বলল, "ও তো তুমকার ছেলে। আর তাছাড়া এ হল পক্ষীরাজ, এদের ঘরে বেঁধে রাখা যায় না।"



সে পাখী যে দেখে তার বুকের মাঝখানটা ফোঁপরা হয়ে যায়

"পক্ষীরাজ তো ডানা কোথায়, ঝগড়ু ?"

ঝগড়ু অবাক হয়ে গেল। "সব পক্ষীরাজের কি ডানা গজায় ভেবেছ নাকি ? দেখছ না ওর কাঁধের উপরকার হাড় কেমন উঁচু হয়ে রয়েছে ? ওর যে ডানার কুঁড়ি রয়েছে বোগিদাদা। ডানার কুঁড়ি থাকলেও সকলের ডানা গজায় না, গায়ের মধ্যে বন্ধ হয়ে থাকে, একটুখানি জিরুতে দেয় না, সারাটা জীবন জ্বালিয়ে খায়।"

এই বলে ঝগড়ু ঘোড়াটাকে ছেড়ে দিলে। ঘোড়াটাও একবার ঘাড় ঝাঁকি দিয়ে, আকাশের দিকে তাকিয়ে একবার চিঁহি করে ডাক ছেড়ে, পেছনের হুটো পায়ের উপর একবার দাঁড়িয়ে উঠে, খোয়াইএর উপর দিয়ে খটাখট্ শব্দ করে দৌড় দিল। চারটে খুর থেকে আগুনের হল্কা ছুটতে লাগল, চারিদিকে ধুলো উড়তে লাগল, কাশবনের মধ্যে দিয়ে, তীরের বেগে ছুটে, দেখতে দেখতে সাদা ঘোড়া অদৃশ্য হয়ে গেল।

সারাটা পথ কারো মুখে কথা নেই। ভুলো সেদিনও ফিরল না। ঝগড়ুর ঘরে কালো ছেলেটা অঘোরে ঘুমুচ্ছে বোগি গিয়ে দেখে এল। রাতে খেতে বসে দাহু বললেন, "কি হে নেড়ি কুত্তোর হুঃখ ঘুচল ? আনবে না কি সেজমামা বিলিতী কুকুরের ছানা ?"

রুমু বোগির মুখের দিকে চেয়ে দেখে, বোগি মাথা নাড়ছে।

দিদিমা বললেন, "কি জানি পায়ে পায়ে অষ্টপ্রহর ঘুরঘুর করত, ভারী বিরক্ত লাগত, এখন আবার কেমন যেন খালি খালি লাগে।"

বোগি তবুও কিছু না বলে, একটা পরিষ্কার চুলের কাঁটা দিয়ে নলি হাড়ের ভিতর থেকে রস বের করে খেতে লাগল।

রুমু বলল, "ভুলো ছাড়া আর কাউকে আমরা চাই না, দাহু।"

৬

রান্নাঘরের পিছনে ঝগড়ুদের ঘর আর রান্নাঘরের পাশে গরমজলের ঘর। সেখানে তিনটে বড় বড় পাথর দিয়ে উনুন করা আছে, তার উপর কেরোসিনের টিনে স্নানের জল গরম করা হয়।

ঐ উনুনে কয়লার বদলে কাঠ জ্বালানো হয়। কত রকম কাঠ, তাদের কত রকম রং, কত রকম গন্ধ। মাঝে মাঝে কাঠে আগুন লাগলে কেমন একটা শোঁ শোঁ শব্দ হয় আর সারা ঘর একটা মিষ্টি মিষ্টি গন্ধে ভরে যায়।

ঝগড়ু বলে, "তা হবে না, ও যে কাঠপরীদের চুলের সুবাস।"

"কাঠপরী হয় না, ঝগড়ু।"

"কাঠপরী হয় না এটা একটা কথা হল, বোগিদাদা?"

"কোনো রকম পরীই হয় না, ঝগড়ু, কাঠপরীও না।"

"তবে তোমাদের বইতে লেখে কেন? দিদিমা কাল যে বই থেকে পড়ে শোনালেন?"

"সব বানানো গল্প, ঝগড়ু, পরী হয় না।"

"না, হয় না! বইতেও লিখেছে, তবু হয় না! তা ছাড়া আমি দেখেওছি।"

"তুমি নিজের চোখে দেখেছ?"

"না, ঠিক নিজের চোখে দেখিনি, আমার বাবা দেখেছেন। তবে কি আমার বাবা মিছে কথা বলেছেন?"

"কোথায় দেখেছেন ঝগড়ু, কবে দেখেছেন?"

"অনেক বছর আগে, রুমুদিদি। ডুমকার পাহাড়ে দেখেছেন অবিশ্যি তোমরা হয় তো বিশ্বাসই করবে না।"

"না, না, ঝগড়ু, বলই না তোমার বাবার কাঠপরী দেখার কথা।"

ঝগড়ু জল গরমের উনুনে একটা ফিকে সবুজ রংএর কাঠ গুঁজে দিয়ে বলল, "এই রকম কাঠে পরী থাকে, শুকনো মরা কাঠে থাকে না।" বলতেই সারা ঘর একটা মিষ্টি ধূনো ধূনো গন্ধে ভরে উঠল।

ঝগড়ু বলল, "ভালো করে আগুনের মধ্যে চেয়ে দেখ, বোগিদাদা, যেখানে নতুন ধরেছে সেখানে নয়, যেখানে গনগন করে জ্বলছে সেখানে দেখ। কিছু দেখতে পাচ্ছ না, ঘরবাড়ি, গাছপালা?" অমনি রুমু বোগিরও মনে হতে লাগল সত্যি বুঝি আগুনের তৈরী ঘরবাড়ি গাছপালা দেখতে পাচ্ছে, লাল, একটু একটু নীল, দেয়াল ছাদ ডালপালা কেবলি কাঁপছে নড়ছে ভাঙছে আবার গড়ছে। মনে হল আগুনের তৈরী একটা শহরই দেখতে পাচ্ছে।

বোগি চোখ ঢেকে বলল, "শুধু কাঠ জ্বালালে নয়, ঝগড়ু, আমি কয়লার আগুনেও দেখেছি যুদ্ধ হচ্ছে, শহর পুড়ে যাচ্ছে, বিরাট বিরাট প্রাসাদ ধ্বসে পড়ছে।"

"তা হবে হয় তো, বোগিদাদা, দুমকায় আমরা কাঠ জ্বালাই, কয়লার কথা অত বলতে পারব না।"

"দাদা, তুমি অত কথা বল কেন? বল ঝগড়ু তোমার বাবার পরী দেখার কথা।"

"বুঝলে, বাবার তখন বয়স হয়েছে, হাড়ের ভিতরের শীত আর কিছুতেই যায় না, সারাটা দিন গোল লোহার চুলীর ধারে বসে থাকেন, হাতের কাছে কাঠের গাদা, থেকে থেকে আগুনে একটা কাঠ গুঁজে দেন, ধোঁয়ায় চারদিক ভরে থাকে, যে আসে তার চোখ জ্বালা করে, তারা বাবাকে শুধোয়, তোমার চোখ জ্বলে না, বুড়ো? বাবা বলেন, আরে বুকের জ্বালাই আর টের পাই না, তা আবার চোখের জ্বালা!

সারাদিন চুলীর ধারে বসে থাকেন বাবা, আর কাঠির আগায় বিঁধিয়ে রাঙ্গা আলু পুড়িয়ে খান। যে আসে তাকে খাওয়ান। তারা মাঝে

মাঝে বলে, রাঙ্গাআলুতে ইঁদুরের দাঁতের দাগ কেন, বুড়ো ? তোমাদের ক্ষেতে বুঝি ইঁদুর হয়েছে ? বাবা চোখে ভালো দেখেন না, রাগ করেন, বলেন—ইচ্ছে না হয় খেও না।

একদিন আগুনের মধ্যে যেই না কাঠির আগায় বিঁধিয়ে রাঙ্গাআলু ফেলেছেন অমনি মনে হল যেন আগুনের ভিতরকার ঘরবাড়িতে মানুষ আছে, কে যেন রাঙ্গাআলুটাকে কোলে তুলে নিয়ে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে পোড়াতে লাগল, লম্বা দাড়ী কে একজন বুড়ো লোক রাঙ্গাআলুতে কামড় দিল। অমনি বাবা তাড়াতাড়ি কাঠি টেনে আনতেই রাঙ্গাআলুর সঙ্গে সঙ্গে বুড়োও বেরিয়ে এল। একটু ক্ষণ দেখতে পেলেন, তার পরেই সে ঝুরঝুর করে বাতাসে মিলিয়ে গেল। বলতে চাও এসব বানানো কথা, বোগিদাদা ? শুধু বাবা কেন, বনে-জঙ্গলে যারা কাঠ কাটতে যায়, তারা সবাই জানে জঙ্গলে এমন অনেক জিনিস আছে, যাদের কথা কোনো বইতে লেখে না। গাছ-গাছালীর কথা যারা চারটে দেয়ালের মধ্যে বাস করে তারা জানবে কোত্থেকে ?”

“কিন্তু জন্তু-জানোয়ারদের তো মানুষরা ভালোবাসে, তাদের কথা তো জানতে পারে ?”

“কে বলেছে মানুষরা জন্তু-জানোয়ার ভালোবাসে ? একবার হাতী ধরার খেদায় গিয়েছিলাম। দেখলাম সুন্দর সব পোষা হাতী সাজিয়ে রেখে, বুনো হাতী ধরা হচ্ছে। ভালোবাসে বললে ? যারা দলে দলে গাছপালা ভেঙ্গে হুড়মুড়িয়ে পাহাড়ের গা বেয়ে নামে, তাদের পায়ে শেকল পরিয়ে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে দেখলাম।

হাতীর বাচ্চার ভীষণ কাতুকুতু তা জানো ? খররা বুরুষ দিয়ে ঘষে ঘষে তাদের কাতুকুতু ছাড়িয়ে, পিঠে হাওদা চাপানো হয় তা জানো ? তা নইলে একটুকু ছুঁলেই তারা হেসে লুটোপুটি। তোমরা কি এগুলোকে ভালোবাসা বল ?”

রুমু বলল, "আমরা কুকুর ভালোবাসি, না দাদা? আমরা ভুলোকে ভালোবাসি। তুমিও তো বলেছ ডুমকার লোকরা বেড়াল বাদে সব জন্তু-জানোয়ার ভালোবাসে।"

"ডুমকার লোকদের কথা আলাদা। একবার ডুমকার বনে দাবানল লেগেছিল। দলে দলে জন্তু-জানোয়ার ভয়ের চোটে ছুটে বেরিয়ে এল। গাঁয়ের লোকরাও তাদের ঘর বাঁচাতে ব্যস্ত ছিল, জানোয়ারদের কেউ কিছু বলল না।

একটা ভাল্লুক ছিল, সেরকম ভাল্লুক কেউ কখনো দেখেনি। তার গলার লোমগুলো ছিল সাদা, মনে হত ফুলের মালা পরেছে বুঝি। আর যেমনি তার গায়ের জোর তেমনি তার সাহস। ওর জ্বালায় কারো মৌচাকে মধু থাকত না, আর কত লোককে যে খুনজখম করেছিল তার ঠিক নেই। কিন্তু এমনি চালাক যে কেউ তাকে মারতেও পারেনি, ধরতেও পারেনি।

দাবানলের দিন সেও বন থেকে বেরিয়ে এল, সঙ্গে একটা বাচ্চা, তার পায়ে কি হয়েছে খুঁড়িয়ে হাঁটছে। পড়ে গেল আমাদের সর্দারের একেবারে সুমুখে। আগের বছর সর্দারের ছেলের পায়ের হাড় চিবিয়েছে ঐ ভাল্লুক, সর্দারের হাতে তীর-ধনুক।"

"মেরে ফেলল?"

"সর্দার ধনুক তুলতেই ভাল্লুক তার বাচ্চাকে জড়িয়ে ধরে সর্দারের মুখের দিকে চেয়ে রইল। আর সর্দারও ধনুক নামিয়ে পিছন ফিরে চলে গেল। জন্তু-জানোয়ারকে ভালোবাসা চারটি খানিক কথা নয়, দিদি। একটা কুকুর কি একটা বেড়াল ঘরে বেঁধে রেখে তাকে আদর করলেই কি আর ভালোবাসা হল!"

রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে রুমু ডাকল, "দাদা।"

"কেন, কি হয়েছে?"

"মাঝে মাঝে ভুলো কেন পালিয়ে যায় ? হয় তো এখানে ওর ততটা ভালো লাগে না ?"

বোগি উঠে বসল, "ভালো লাগে না ? এখানে ভুলোর ভালো লাগে না ? তুই কি পাগল হয়েছিস্ ?"

"তবে আসছে না কেন ?"

বোগি অনেকক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, "আসছে না কারণ আসতে পারছে না। আর হয় তো আসবেও না।"

"নিশ্চয় আসবে। একটা পাঁচঠেঙ্গো মাকড়সা আর একটা সোনা-রুপোর মাদুলী পেলেই আসবে দেখো।

৭

ঝগড়ু বললে, "আমাদের দুমকা একেবারে খরখরে শুকনো হলে হবে কি, আমাদের পাহাড়ে নদীর জলে যখন বান ডাকে তখন সব ভাসিয়ে নিয়ে চলে যায়। এই ভিন গাঁয়ে গেলাম দিব্যি সুন্দর পায়ে হেঁটে নদী পার হয়ে, আর ঘণ্টা তিন বাদে এসে দেখি লাল ঘোলা জলে ভরতি বিরাট নদী, আর তার সে কি আওয়াজ, কান ঝালাপালা হয়ে যায়। আবার রাত পোয়ালে যে নদী সেই। পায়ে হেঁটে পার হয়ে গাঁয়ে ফেরা যায়।

কোত্থেকে বানের জলে হাজার হাজার মাছ ভেসে আসে। নদীর জল দুই পাড় ছাপিয়ে ওঠে, তারপর যখন আবার নেমে যায়, যেখানে সেখানে পাথরের ফোকরে ফাটলে জল আটকে থাকে, তার মধ্যে কত রকম মাছ কিলবিল করতে থাকে।"

"সে মাছ তোমরা ধর, ঝগড়ু ?"

"ধরি বই কি। কদিন ধরে গাঁয়ের লোকে মনের সুখে মাছ খায়।

ডুমকার লোকরা বড় গরীব হয়, দিদি। তাদের বড় কষ্ট। শীতকালে টোপা কুল পাকলে, বিচি সুদ্ধু পাথর দিয়ে ছেঁচে খায় লোকে। তা হলে অনেকক্ষণ পেট ভার হয়ে থাকে, ভাত খেতে ইচ্ছা হয় না।

তবে শুধু কি আর মাছ ধরে, তার চাইতেও আশ্চর্য সব জিনিস মাঝে মাঝে ধরা পড়ে।"

"কি জিনিস, ঝগড়ু ?"

"একবার আমাদের গাঁয়ের নান্দু জল নেমে যাবার পর, সন্ধ্যে-বেলায় চাঁদের আলোয় গেছে নদীর ধারে, বর্শা দিয়ে মাছ গাঁথবে, তীরের কাছ থেকে। দেখে কি না চাঁদের আলোয় কি একটা লম্বা জিনিস বালিতে বেধে গিয়ে, স্রোতের সঙ্গে একটু একটু দুলছে।

কাছে গিয়ে দেখে আগাগোড়া আশ্চর্য রকম কারিকুরি করা সাদা রংএর একটা ছোট নৌকো। হাতীর দাঁতের কি হাড়ের তৈরী বুঝতে পারল না। নৌকোর সামনের দিকটার গড়ন একটি অপরূপ সুন্দরী মেয়ের মত, কিন্তু তার পায়ের বদলে আঁশে ঢাকা মাছের ল্যাজ।

হাত বাড়িয়ে নৌকোটাকে টেনে ডাঙ্গায় তুলতেই, নান্দুর চক্ষু চড়ক গাছ!

নৌকোর মধ্যে শুয়ে ঘুমিয়ে আছে আশ্চর্য্য একটি মেয়ে। তার গায়ের রংও হাতীর দাঁতের মত, হাল্কা পালকের মত গায়ের গড়নটি, চোখ খুলতেই নান্দু দেখলে তার ঘোর নীল রং, পরনে একটা ঘন সবুজ রেশমী কাপড়। চমকে মেয়েটি উঠে বসল, একবার চারিদিকে তাকিয়ে দেখল, তারপরে এক নিমেষে জলের মধ্যে ঝাঁপ দিল।

নান্দু তার আঁচলখানি চেপে ধরল, এক মুঠি সবুজ রেশম তার হাতে রয়ে গেল, মেয়েটি স্রোতের মধ্যে তলিয়ে গেল আর নৌকোটা বালির উপর পড়ে থাকল। ছোট বেলায় ঐ নৌকো আমিও দেখেছি।"

ঝগড়ু থামলে বোগি রাগ করতে লাগল। "তোমার সব গল্প হারানোর গল্প, ঝগড়ু, পাওনি কখনো কিছু?"

"তা হলে যাবে কাল দোলতলার মেলায়? সেখানে কিছু পাওয়া যেতে পারে। রুমুদিদি, যাবে নাকি তোমার সেই একচোখ লোকের খোঁজে?"

রুমু বললে, "যাব, যাব, ঝগড়ু। চিনির মঠ কিনে দেবে তো?"

দিদিমাকে নিয়ে একটু গোল বাধল, "ঝগড়ু, তোমার সঙ্গে না গিয়ে ওদের দাহুর সঙ্গে গেলেই ভালো হত না?"

"না, দিদিমা, দাহু গাছতলায় বসে খালি বন্ধুদের সঙ্গে গল্প করতে চায়, হাঁটতে চায় না।"

শেষ পর্যন্ত ঝগড়ুর সঙ্গেই যাওয়া হল। দিদিমা বললেন, "সারাক্ষণ ঝগড়ুর সঙ্গে সঙ্গে থাকবে, তেলেভাজা খাবে না, অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলবে না।"

মেলার মাঠের উপরে মেঘের মত ধুলো উড়ছে, প্যাঁ পোঁ করে বাজনা বাজছে। বোগি বলল, "সার্কাস দেখাবে তো ঝগড়ু? জানো, বাঁদরে ছাগলটানা গাড়ি চালায়, টেবিল চেয়ারে বসে চা ঢেলে খায়! আছে তোমাদের হুমকাতে অমন বাঁদর?"

ঝগড়ু বলল, "হাসিও না, বোগিদাদা, হুমকাতে ওসব ছেঁদো বাঁদরকে ঢুকতে দেয়া হয় না। পয়সা নষ্ট করে সার্কাস না দেখে একবার হুমকার বনের মধ্যে যেও দিকিনি।"

"সে কি রকম বন, ঝগড়ু?"

ঝগড়ুর মুখটা অন্যরকম হয়ে গেল, মেলার মাঠের উপরে ধুলোর মেঘের দিকে তাকিয়ে, হোঁচট খেতে খেতে ঝগড়ু চলতে লাগল। "সে গভীর বন, রুমুদিদি, শালগাছ, মহুয়াগাছ, সীতাহার গাছ, শিমুল গাছের ভিড় সেখানে। গাছের গা জড়িয়ে লতা ওঠে, শীতের আগে সেই

লতায় ঝুরো ঝুরো সাদা ফুল ফোটে। বুনো মুরগী দেখেছ রুমুদিদি? ডুমকার বনে বুনো মুরগী চরে, কি তাদের রঙের বাহার! সমস্ত বন জুড়ে জন্তু-জানোয়ারদের খুটখুট কিচির মিচির, কিন্তু হঠাৎ চোখে কাউকে দেখতে পাবে না। নজর করে দেখো, দিদি, গাছের ডালের সঙ্গে রং মিলিয়ে ছাই রংএর পাখী বসে থাকে, চোখে পড়ে না। যেই না একটু বাতাস বইল, লতাপাতা ডালপালা শিরশির ডুলডুল করে উঠল, গাছের পাতার ফাঁক দিয়ে এক ঝলক রোদ্দুর এসে পাখীর গায়ে লাগল, অমনি সে ডানা মেলে আকাশে ওড়ে। বাইরেটাই শুধু ছাই রংএর, ডানার তলাটা শাঁখের মত ঝকঝকে সাদা। গাছতলায় ঝোপঝাপ থাকে, দিদি, তাতে ফুল ফোটে, কি তাদের সুবাস, ঝাঁকে ঝাঁকে প্রজাপতিরা সেখানে ঘোরাফেরা করে।

কিন্তু ঝোপের মধ্যে না যাওয়াই ভালো, বোগিদাদা, সেখানে সাপের বাস। হঠাৎ যখন চক্কর মেলে ওঠেন তাঁরা, যেমনি তাঁদের রূপের ছটা তেমনি তাঁদের বিষের জ্বালা। রূপের বড় জ্বলুনি, দিদি।"

"তোমরা ঝোপের মধ্যে যাও না, ঝগড়ু?"

"আমরা যাব না কেন? ডুমকার ছেলেরা সবাই সাপের মন্ত্র জানে।"

"কি মন্ত্র বল।"

ঝগড়ু জিভ কেটে বললে, "সে অন্য কাউকে বলা যায় না, বোগিদাদা, তবে ছোট্ট একটা তামার মাদুলীতে ভরে, তোমার হাতে বেঁধে দিলে, আর ওঁরা তোমায় কিছু বলবেন না।"

"বল, ডুমকার বনের কথা আরো বল।"

"ঐখানে ছোটবেলায় বাবুদের সঙ্গে পাখী শিকারে গিয়েছিলাম।"

"পাখী তো বিলের ধারে শিকার করতে হয়। আঃ, রুমু, খালি খালি কাঁদো কেন?"

"সবুজ পায়রার গলায় বন্দুকের গুলি লাগলে রক্ত বেরোয় দেখেছি।"

"না, দিদি, না, সে সবুজ পায়রার সময় নয়। আমাদের বনে একরকম লালচে রংএর ল্যাজঝোলা পাখী থাকে, মাথায় তাদের কালো ঝুঁটি, বাবুরা তাদের শিকার করে। সে পাখী বিলের ধারে থাকে না।"

"তারপর কি হল ?"

"বাবুরা অন্য পাখী দেখে, ছোট ছোট জানোয়ার দেখে, কিন্তু সব ছেড়ে দেয়। এমনি সময় এক পাল বাঁদরের সামনে পডে গেল। বাঁদর মারতে ওরা যায় নি, শুধু শুধু মজা করে বন্দুক তুলতেই, বিশ্বাস করবে কি না জানি না, বাঁদরগুলো সব হাতজোড় করে হাঁটু গেড়ে বসে পড়ল। তাই দেখে বাবুরা হেসে উঠল, কিন্তু একজনার হাতের বন্দুক কি করে জানি ছুটে গিয়ে, একটা বাঁদর মরে গেল। অমনি এক নিমেষে সব বাঁদর হাওয়া! মরা বাঁদরটা পর্যন্ত রইল না।"

"তোমার দুঃখ হয় নি, ঝগড়ু ?"

"দুঃখু বলে দুঃখু, রুমুদিদি ? কিন্তু কি করি, বাবুরাও কেমন যেন চুপ হয়ে গেল। আর কি আশ্চর্য কথা, বনটার চেহারাও যেন বদলে গেল। হঠাৎ এক সময় সকলের খেয়াল হল, কোথাও একটা টুঁ শব্দ নেই। গহন বনটা যেন নিশ্বাস বন্ধ করে আছে, কোথাও একটা পাখী নেই, কাঠবেড়ালী নেই, পাতার খসখস শব্দ নেই, ঝোপের মধ্যে চকচকে চোখ নেই।"

"তারপর, ঝগড়ু ?"

৮

ঝগড়ু বললে, "তারপর ? তারপর বাবুদের মনে ভয় ঢুকে গেল, তারা বাড়ি ফিরতে পারলে বাঁচে। যার হাতের বন্দুক ছুটে গেছিল, সে যাচ্ছে সবার আগে, এমন সময় তাকে খরিশে ছোবলালো।"

"খরিশ ? খরিশ কি ঝগড় ?"

"খরিশ আমাদের সাপ, রুমুদিদি, ভারী তাঁর তেজ। মাথায় তাঁর খড়ম আঁকা থাকে।"

"তারপর লোকটা বোধহয় মরে গেল?"

"না, বোগিদাদা, আমরা পাঁচজনা ডুমকার ছেলে ছিলাম সাথে, মরবে কেন? তাকে আমরা ওষুধ করে বাঁচিয়ে দিলাম, তবে তাকে কথা দিতে হল আর বন্দুক ধরবে না।"

"তা কেন ঝগড়ু? তোমরাও তো জানোয়ার মারো।"

"বোগিদাদা, আমরা মারি পেটের জ্বালায় কিম্বা প্রাণের তরে। তারপর শোনোই না, এমনি সময় আমার নাকে এল কি মিষ্টি গন্ধ সে আর কি বলব। বাবুরা এগিয়ে গেল, আমি খুঁজে খুঁজে মরি, দেখি গাছের গোড়ায় মাটি থেকে ফুটে আছে এক গোছা ভূঁই-চাঁপা। কি তাদের রূপ, দিদি, মনে হয় সাদা মোমের তৈরি তার মধ্যে বেগনী রংএর চিত্তির করা। আর ভূঁই-চাঁপার পাশে মাটির উপর পড়ে আছে সাপের মাথার মণি।"

"না, ঝগড়ু, যা তা বললে হবে না, আমাদের বইতে আছে, সাপের মাথায় মণি হয় না।"

"সে তো তুমি বললেই হবে না, বোগীদাদা, নিজের চোখে দেখলাম।"

"কোথায় সে?"

"আরি বাবা! সাপের মাথার মণিতে হাত দেব আমি! তুমি কি পাগল হলে? তা হলে উনিই বা আমাকে ছাড়বেন কেন? যেখানেই লুকোই না কেন, ঠিক খুঁজে বের করবেন। না, বোগিদাদা, যেখানকার জিনিস সেইখানেই রেখে ঘরে ফিরে এলাম।"

"সাপের মাথার মণি কেউ নেয় না, ঝগড়ু?"

"নেবে না কেন, দিদি? যাদের দেখাশুনো শেষ হয়ে গেছে, তারা

নেয়। আমার যে এখনো ঢের বাকি আছে। চলই না মেলায়, সেখানে একটু খুঁজে দেখা যাবে।”

ততক্ষণে মেলার কাছে ওরা পৌঁছে গেছে। কি নেই ঐ মেলায়? বোগি রুমু মাথা উঁচু করে নাক তুলে বুক ভরে মেলার গন্ধ শুঁকে নিল। সব্বাই তেলেভাজা খাচ্ছে, পাঁপড় খাচ্ছে, আলুকাবলি খাচ্ছে, গোলাপী বাতাসা খাচ্ছে, টানাল্যাবেঞ্চুশ খাচ্ছে।

ঝগড়ু বললে, “এদিকটা ঢের ভালো, দিদি, দেখ এইসব ভালো ভালো বাঁশী, আয়না, কাঁচের পুতুল, ছ আনা করে বিলিয়ে দিচ্ছে। দেখ কেমন কাঁচের চুড়ি, মোতির মালা, চুলের ফিতে। ছাঁচি পান খাবে? দিদিমা তো পানের কথা কিছু বলেন নি—”

ঝগড়ু এই রকম বলছে, এমন সময় একটা অদ্ভুত লোক এসে ওদের পাশে দাঁড়াল। বেজায় লম্বা, বেজায় রোগা, হাড়গোড় বের করা, গর্তের মধ্যে চোখ ঢোকা, তার ঢাকনি পিটপিট করছে, ভুরু নেই, ছক কাটা সরু ঠ্যাং পেন্টেলুন পরা, মাথায় একটা বারান্দাওয়ালা টুপি, বগলে রুপো বাঁধানো ছড়ি আর একটা থলে, আর দশ আঙ্গুলে দশটা চমৎকার লাল নীল পাথর বসানো আংটি।

তাকে দেখেই বোগি রুমুকে অন্য পাশে টেনে নিল। তাই দেখে লোকটা সোনা দিয়ে মোড়া, সোনার পেরেক ফোটানো লম্বা লম্বা দাঁত বের করে খিকখিক করে হাসতে লাগল।

“কোথায় সরাবে ওকে, খোকাবাবু, ইচ্ছে করলেই আমি ওকে এক্ষুনি একটা জোনাকী পোকা বানিয়ে হাতের মুঠোর মধ্যে নিয়ে আসতে পারি, তা জানো? অমনি আমার কত আছে, এই দেখ।” বলেই লোকটা হাতের মুঠো খুলে দেখাল, আট দশটা কালো পোকা কিলবিল করছে।

রুমু বলল, “যাঃ, বাজে কথা, ওগুলো মোটেই জোনাকি পোকা নয়, জোনাকি পোকাদের আলো জ্বলে।”

লোকটা খুব হাসল। "রাতে এদের দেখো খুকী, চোখে তাক লেগে যাবে। সুন্দর জিনিস চেনো না? সাদা চোখে কালো কুচ্ছিৎ, নকল আলোয় চমৎকার।"

পোকাগুলোকে লোকটা পকেটে পুরে রাখল।

"ওরা মরে যাবে না?"

"গেলই বা, এমনি আরো কত পাব।"

বোগি রুমু একটু সরে দাঁড়াল। "ঝগড়ু, চল।" লোকটাও একটু ঘেঁষে এসে বলল, "ভয় পাচ্ছ?" ঝগড়ু বলল, "যাদের সঙ্গে সঙ্গে দুমকার ছেলে রয়েছে, তাদের আবার ভয় কিসের?" লোকটা খুব হাসল। "উত্তরমেরুতেও ঘুরে এসেছি. ভয় কোথায় নেই বলতে পার?" ঝগড়ু বুক ফুলিয়ে বলল, "দুমকায় ভয়ের জায়গা নেই।"

"নেই? যাবে আমার সঙ্গে ঘোর রাত্রে তোমাদের মহা শিরীষ গাছের তলায়?"

ঝগড়ু বোগি রুমুর হাত ধরে টানতে লাগল, "চল, দিদিমা না অচেনা লোকের সঙ্গে কথা বলতে মানা করেছেন?"

তাই শুনে লোকটা হেসেই খুন।

"কে অচেনা? যে মনের কথা জানতে পারে, তাকে দেখে নি বলেই ব্যস্ সে অচেনা হয়ে গেল? তোমার সাহস থাকতে পারে, কিন্তু বুদ্ধির বহরটি তো বেশ! তাছাড়া আমার কাছ থেকে একটা কিছু না কিনে যেতে পাবে না।"

"না, না, ওদের কাছে বেশী পয়সা নেই, মেলা কেনবার আছে।"

লোকটা রুমুকে বলল, "ঘুম থেকে উঠে কি খেয়েছিলে দিদি?"

"ডিম সিদ্ধ, রুটি, দুধ, কলা।"

"তারপর দুপুরে?"

"মাছ ভাত।"

"আর আমি কি খেইছি জানো? সেই কাল রাত্রে চাট্টিখানিক বকফুল ভাজা। তাও একজনকে ভাঁড়িয়ে, পাঁচটা মিথ্যে কথা বলে। মিথ্যে বলা ভারী খারাপ জানো তো? কিনবে কিছু? সেই পয়সা দিয়ে আমি আলুকাবলি কিনে খাব।"

ঝগড়ু তখনো বোগি রুমুর হাত ধরে টানছে। রুমু বললে, "কই, দেখাও কি আছে?"

লোকটা বললে, "তিনফলা ছুরি কিনবে?"

বলেই একটা আশ্চর্য তিনফলা ঝিনুক দিয়ে বাঁধানো ছুরি বের করল।

ঝগড়ু বলল, "না, ওতে ধার থাকে না।"

"তবে কি জাপানী তারের ধাঁধা কিনবে?" বলেই একটা চকচকে সোনালী জড়ানোমড়ানো তারের গোছা বের করল।

"না, ও দুদিনে পাকিয়ে যায়।"

"তা হলে এই সাপের মাথার মণিটা কেনো।" বলেই ফস্ করে থলে থেকে একটা লাল ন্যাকড়ার টুকরো বের করল। তার মধ্যে এই এত্ত বড় একটা সাদা পাথর হীরের মত জ্বলজ্বল করছে, চারদিকে তার পল কাটা, তাতে রোদ পড়ে রামধনুর রং ঠিকরোচ্ছে। ঝগড়ু চেঁচিয়ে বললে, "দেখ রুমুদিদি, ওতে হাত দিলে, ভালো হবে না বলছি।"

লোকটা হেসে বলল, "কেন, কি হবে?"

"তা হলে আমি—আমি দুমকা চলে যাব।"

"না, ঝগড়ু না, সাপের মাথার মণি নেব না। আর কি আছে দেখাও।"

লোকটা রুমুর দিকে তাকিয়ে একটু মুচকি হেসে বলল, "সাপের মাথার মণি দিতে আমারো একটু আপত্তি ছিল, খুকী, নেহাত তুমি বলেই দিচ্ছিলাম। তা ভালোই হল, কল্জের জিনিস কি আর অন্য

লোকের হাতে তুলে দিতে হয়? তবে তুমি কি বাক্সের ভিতর বাক্সের ভিতর বাক্সের ভিতর আশ্চর্য জিনিস নেবে?"

বলে একটা কালো কাঠের বাক্স বের করল। এতটুকু, রুমুর হাতের মুঠির সমান হবে। "চীনে কারিগররা ছাড়া এ জিনিস বড় একটা কেউ করে না, খুকী। এই দেখ কেমন ডিমের খোলার মত পাতলা বাক্সের গা।"

একটার ভিতর—একটার ভিতর একটা করে দশটা বাক্স বেরুল। শেষেরটার মুখ এঁটে রয়েছে, ঝাঁকালে ভিতরে কি নড়ে।

নোখের কোণা দিয়ে খুঁটে লোকটা সে বাক্সটাও খুলে ফেলল। ভিতরে একটা লম্বা লাল বিচি, অনেকটা নিমের বিচির মত, কিন্তু অনেক বড়। পালিশ করা চকচক করছে, এক কোণায় একটা সাদা চোখের মত।

"কি ওটা?"

"ঐখান দিয়ে ওর শেকড় গজাবে, দিদি। পৃথিবীতে এরকম গাছ আর একটাও পাবে না খুঁজে। পুঁতবে কিন্তু ছাই-এর গাদায় কি আস্তাকুঁড়ে। ফুল যখন ধরবে দেখবে কোথায় লাগে পারিজাত। ভালো জায়গায় লাগালে ফুল ধরবে না কিন্তু।" ঝগড়ুর বোধহয় একটু রাগ হয়েছিল, দূর থেকে টাকাটা ফেলে দিয়ে, ওদের টেনে নিয়ে চলল। প্রায় দৌড়ে দৌড়ে চলল ঝগড়ু।

লোকটা গোড়ালি ঠুকে একটা সেলাম ঠুকল। রুমু বললে, "রাগ করলে, ঝগড়ু?"

ঝগড়ু ওদের হাত ছেড়ে দিয়ে, আস্তে আস্তে চলতে লাগল।

"না, দিদি, রাগ করি নি। মাঝে মাঝে মনটা কেমন করে ওঠে। রাগ করি নি। ও গাছ হল গিয়ে মানুষের মনের গুণের মত, কষ্ট না পেলে ফুটে ওঠে না। ওর নাম দিও গুণমণি। আমাদের রান্নাঘরের পাশে ছাইগাদার মধ্যে পুঁতো।"

৯

বাড়ি ফিরেই ছাইগাদার মধ্যে বোগি বিচিটা পুঁতে ফেলল। ঝগড়ু একটু হেসে বলল, "কই নাচ গান হল না? গাছ পুঁতলে যে নাচতে হয়, গাইতে হয়?"

রুমু বোগি কি করে? অবিশ্যি একটু নাচলে গাইলেও হয়। ঝগড়ু ছাড়া কে-ই বা দেখবে। কিন্তু ঝগড়ুই বলল, "এ গাছের জন্য নাচগান লাগে না, বোগিদাদা, অমনি পুঁতে দাও। এ হল দুঃখীদের গাছ, তোমাদের ঘটা করার জন্য বসে থাকবে না। তিন দিন বাদে দেখো এসে, ওর কল বেরুবে।"

থেকে থেকে কালো ছেলেটার জ্বর হয়। ঝগড়ুর বউ তখন রাঁধাবাড়া ফেলে তাকে দিনরাত বুকে করে বসে থাকে। রুমু ওর কপালে হাত দিয়ে দেখে, আগুনের মত গরম।

"একটু ওষুধ খাইয়ে দাও না, সেরে যাবে।"

ঝগড়ুর বউ বলে, "তুমকা থেকে মাদুলী আনতে দিয়েছি, দিদি, তা হলে আর জ্বর আসবে না।"

ঝগড়ুকে বোগি জিজ্ঞাসা করল, "শেয়ালরা কুকুররা হলদে পাখী খেয়ে মানুষ হয়ে, তারপর যদি মরে যায়, তা হলে কি আবার শেয়াল কুকুর হয়ে যায়?"

ঝগড়ু তাই শুনে অবাক্। "মরে গেলে আবার শেয়াল কুকুর কি, বোগিদাদা? মরে গেলে মানুষই বা কি? দেখ গিয়ে ছাইগাদায় গুণমণির কল গজিয়েছে।"

ওমা তাই তো! বিচি পুঁতেছিল বোগি ছাইগাদার ঠিক মাঝখানে, কেমন করে সরে গিয়ে, ছাইগাদার একপাশে মস্ত একটা বাঁকানো বোঁটা দেখা যাচ্ছে।

দিদিমাও দেখতে এলেন। "ওমা, ঐ বুঝি তোদের সেই মেলায় কেনা শিম গাছ? ছুঁস্ নে, রুমু, ও জায়গাটা বড় নোংরা, ভালো জায়গায় লাগালি না কেন? তবে ওখেনে সার পাবে যথেষ্ট, দেখতে দেখতে লকলকিয়ে উঠবে দেখিস্।"

ভালো জায়গায় লাগালে গুণমণির ফুল ধরবে না। মেলার সেই লোকটা কোথায় থাকে কোথায় শোয় কে জানে? ঝগড়ুকে জিজ্ঞাসা করতে হল।

"ঐ লোকটা? ওকে নিয়ে আবার তোমরা মাথা ঘামাচ্ছ? পাজির পা-ঝাড়া ব্যাটা। কাঁচের গোলা নিয়ে বলে সাপের মাথার মণি!"

"ওটা সত্যি সাপের মাথার মণি নয়, ঝগড়ু?"

বোগিও বিরক্ত হল। "তবে ওটা দেখে ঘাবড়াচ্ছিলে কেন? আমাদের হাত দিতে বারণ করছিলে কেন? তোমার চালাকি আমরা বুঝি না ভেবেছ? সারাক্ষণ দুমকা দুমকা কর, কতদিন দুমকা যাও নি বল তো?"

ঝগড়ু জল গরমের কাঠ কাটছিল। কুড়ুল দিয়ে একটা কাঠ লম্বা করে চিরে, কাঠের গাদায় কাঠটা আর কুড়ুলটা ফেলে দিয়ে, বারান্দার কোণায় ওদের পাশে পা ঝুলিয়ে বসল।

"দিনের হিসাব আর রাখি না, বোগিদাদা। দুমকা যাবার আমার দরকারটাই বা কি বল? আমার মনের মধ্যে আমি দুমকাকে নিয়ে ঘুরে বেড়াই। দুমকায় কি করে যাই? সেখানে বড় কষ্ট।"

"কেন, তোমার মনের দুমকায় কষ্ট নেই?"

ঝগড়ু একবার বোগির মুখের দিকে, একবার রুমুর মুখের দিকে চেয়ে দেখে।

"কষ্ট কাকে বলে জানো?"

রুমু বলে, "ভুলো চলে গেছে বলে আমাদের কষ্ট হয়, ঝগড়ু। ভুলোকে আমরা ভালোবাসি। তোমার বাড়ির লোকদের তুমি ভালো-বাসো না?"

ঝগড়ু হেসে বললে, "তা আর বাসি না? বুড়ী মাকে মাস মাস টাকা পাঠাই। সে রুপোর পৈঁচে গড়িয়েছে। ভারী খুশি হয়েছে। আর বোশেখে আমার সবার ছোট ভাই নানকুর বিয়ে দেব, যাব তখন।"

"নানকুর বিয়েতে আমাদের নিয়ে যাবে, ঝগড়ু? আমাদের দুমকায় যেতে ইচ্ছে করে।"

"সে তো আমার মনের দুমকায়, বোগিদাদা। পাহাড়ের ধারের ঐ দুমকা হয় তো বদলে গেছে, শুনেছি ভালুকরা আর মহুয়া খেতে আসে না।"

"ঝগড়ু, তুমি কি ঐ সত্যি দুমকাকে ভালোবাস না?"

"কি জানি দিদি, আজকাল আমার ভালোবাসাগুলো কেমন গুলিয়ে গেছে। তবে এটা ঠিক যে দুমকার মত জায়গা নেই কোথাও।"

দিদিমা ভুলোর থালা, ছেঁড়া কম্বল, আর চেনকলার জল গরমের ঘরের তাকে তুলে রাখলেন। কিন্তু দরজায় জানলায় যেখানে সেখানে ভুলোর নখের সব আঁচড়ের দাগ, বারান্দার দেয়ালে ভুলোর পিঠ ঠেসার দাগ।

ঝগড়ুর ঘরের কালো ছেলেটা রুমু বোগির কোলে আর আসতে চায় না। ওদের দেখলে বউএর বুকে মুখ লুকিয়ে কাঁদতে থাকে।

বউ ওদের বুঝিয়ে বলে, "জ্বর হলে ওদের মেজাজ খিটখিটে হয়ে যায়, বোগিদাদা। রাতে ভালো ঘুমোয় না।" রুমু জিজ্ঞাসা করল, "সেই মাদুলী আনালে না? কিসের তৈরি হয় সে মাদুলী?"

"তা সে তামার হয়, সিসের হয়, অনেক রকম হয়।"

"সোনারুপোর হয় না বউ ?"

"আমরা গরীব মানুষ, সোনারুপো কোথায় পাব বল ? দেখ গিয়ে তোমাদের শিমগাছে পাতা হয়েছে।"

"না। আমাদের গাছের উপর কাল ঝগড়ু ভুলে ছাই ঢেলে দিয়েছে, গাছ মরে গেছে।"

"তোমরা দেখই না গিয়ে।"

গিয়ে দেখে সত্যি সত্যি রাতারাতি গুণমণি আরো খানিকটা লম্বা হয়ে, আবার ছাই গাদার উপর মাথা তুলে আছে, ছোট ছোট ফিকে সবুজ চারটি পাতা বাতাসে নড়ছে।

ঝগড়ু শুনে বললে, "তাতে আর আশ্চর্যটা কি, বোগিদাদা ? দুনিয়াটাই তো আশ্চর্য জিনিসে ঠাসা ; তোমার বই-ওয়ালারা সে সব কথা না লিখলে আর আমি কি করব ?"

বোগি বলল, "বইতেও অনেক আশ্চর্য জিনিসের কথা থাকে, ঝগড়ু। তুমি জানো উত্তর মেরুতে ছ'মাস করে রাত হয় আর ছ'মাস করে দিন হয় ?"

ঝগড়ুকে নিয়ে মহা মুশকিল, কিছুতেই বিশ্বাস করবে না। "হ্যাঁ! ছ'মাস ধরে দিন হয় বই কি! তবে কি বলতে চাও সূর্যটার ছ'মাস লাগে আকাশটা পেরুতে ?"

"না ঝগড়ু, আমার বইতে লিখেছে, ওখানকার সূর্য মাঝ আকাশ পর্যন্ত ওঠেই না, চাকার মত আকাশের চারদিকে ঘোরে। প্রথমে, যেখানে মাঠ গিয়ে আকাশে মিশেছে,—তাকে দিগন্ত বলে ঝগড়ু— সেইখানে চারদিকে বালার মত ঘুরে আসে। তারপর তিন মাস ধরে একটু করে উঁচুতে উঠে ঘোরে। আবার তিন মাস ধরে একটু করে নিচে নেমে ঘোরে। শেষটা ছ'মাস হলে, গাছের পিছনে তলিয়ে যায়, তার পর ছ মাস আর তার মুখ দেখা যায় না। জানতে এসব ?"

ঝগড়ু বলতে লাগল।

"আমার বুড়ো ঠাকুর্দার কাঁচ তৈরির গল্প তো তোমাদের বলেইছি। তাঁর ছেলে, আমার ঠাকুর্দা ভারী নেশা করতেন।"

"ইস্, কি খারাপ!"

"কেন, খারাপ কেন?"

"দিদিমা বলেছেন খারাপ লোকরা নেশা করে।"

"তা বলতে পার তোমাদের ইচ্ছে হলে, তবে কি জানো, খারাপ লোকরা তো ভাতও খায়। আর আমার ঠাকুর্দা অন্য কারণে নেশা করতেন।"

"কি কারণে বল, ঝগড়ু।"

"কি মুশকিল, এত ভালো লোক ছিলেন সব বিষয়ে, আর নেশা করবার জন্য এক পয়সা খরচাও হত না, বনভরা মহুয়া ছিল, কত খাওয়া যায়! জানো বোগিদাদা, উত্তর দক্ষিণ পূর্ব পশ্চিম চারটে তো মোটে দিক্। তাছাড়া এক যদি কয়লার খনিতে মাটির নিচে সেঁধিয়ে যাও, তাহলে আবার শুনেছি বাইরের চোখ কান আর মনের চোখ কান সবেতে নাকি ধাঁধা লেগে যায়। নয় তো উপরে আকাশের দিকে ডানাভাঙ্গা চিলের মত চেয়ে থাকা যায়। মোট কথা ঠাকুর্দার অতটুকু জায়গাতে কুলোত না, তাই নেশা করতে হত। নেশা করা খারাপ হতে পারে, কিন্তু ঠাকুর্দা খারাপ ছিলেন না।"

"না, না, আমরা জানতাম না। বল তারপর।"

"তার উপর ঠাকুমার ছিল যেমনি রাগী স্বভাব তেমনি গায়ে জোর। ঠাকুর্দাকে নানারকম ফন্দি করে বাড়ি থেকে দূরে দূরে গিয়ে থাকতে হত। অথচ বাড়ির মত আরামটি কোথায় পাবেন?

তখন ঠাকুর্দা বুদ্ধি করে ওখানকার সব চাইতে উঁচু পাহাড়ে ছাগল চরাতে যেতে আরম্ভ করলেন। ছাগলরা খুশিমত চরে বেড়ায় আর ঠাকুর্দা

ঝগড়ু হেসে বলল, "এত সব কথা বিশ্বাস কর বোগিদাদা, অথচ আমি যদি আমাদের যাদুকরা ছাগলের গল্প বলি, বিশ্বাস করবে না তো ?"

বোগি রুমু ঝগড়ুর কাছে এসে বলল, "বল না যাদুকরা ছাগলের গল্প, ঝগড়ু।"

১০

ঝগড়ু বললে, "তোমরা ছাগল ভালোবাসো, দিদি ?—"

রুমু বললে "দাদুকে ছাগলে তাড়া করেছিল জানো ঝগড়ু ?"

বোগি বলল, "হ্যাঁ, ভীষণ দুষ্টু হয় ওরা। ছাগলটা অনেকক্ষণ দাদুর পিছন পিছন ঘুরছিল, যাতে দাদুর কোনোরকম সন্দেহ না হয়। তার পর একটি পেয়ারা গাছে শিংএ একটু শান দিয়ে নিয়ে, হঠাৎ তেড়ে এল। দাদু দারুণ ছুটতে পারে, জানো ঝগড়ু ? তবু অমর কাকাদের বারান্দায় উঠে তবে প্রাণ বাঁচল।"

রুমু আরো বলল, "আর দাদু বলেছে, ছাগলটা যখন দেখল শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে, তখন সে রেগে নাক দিয়ে হাওয়া ছাড়তে লাগল, আর মাটিতে খুর ঠুকতে লাগল। ভীষণ দুষ্টু হয়।

ঝগড়ু রাগ করে বলল, "বেশ, তা হলে রইল যাদুকরা ছাগলের গল্প। কোথায় কার দাদুকে ছাগলে একটু তাড়া করেছিল, কামড়ায়নি পর্যন্ত আর তাই সব ছাগল দুষ্টু হল, এরকম কথা তো কখনো শুনি নি। উঠি আমি, কাজ আছে অনেক।"

"না, ঝগড়ু, না। দুমকার ছাগলের কথা বলিনি আমরা। বলতেই হবে তোমার গল্প।"

ঝগড়ু খুশি হয়ে বলল, "আচ্ছা, তাহলে একটা পান মুখে দিয়ে আসি।"

গাছতলায় পড়ে ঘুম লাগান। যেই সূর্য নেমে যায়, পাহাড়ের উপর থেকে রোদ সরে যায়, ঠাকুর্দার শীত করে, আর অমনি ঘুম ভেঙ্গে যায়, ছাগল গুণে নিয়ে ঠাকুর্দা পাহাড় থেকে নেমে আসেন, ছাগল নিয়ে গিয়ে ঘরে তোলেন, ছোট্ট কাঁসার বালতিতে দুধ দোয়ান, তবে তাঁর কাজ শেষ হয়।

একদিন কেমন যেন বেশী ঘুমিয়ে পড়েছেন, কখন রোদ নেমে গেছে টের পান নি। ঘুম ভাঙ্গতে চেয়ে দেখেন গাছের ছায়াগুলো ঘেঁষাঘেঁষি করে রয়েছে, হিম পড়ছে, ছাগলরা পায়ের কাছে জড়োসড়ো হয়ে রয়েছে।

ঠাকুর্দা তাড়াতাড়ি ওদের নিয়ে নেমে এলেন। জায়গাটার নাম বড় খারাপ—ঠাকুর্দা ছাড়া কেউ সেখানে যেতেই চায় না—ছাগল গুণে নেবার আর তর সইল না, সরাসর বাড়িমুখো চললেন।

দোরগোড়ায় ছাগল গুণে ঠাকুমা দেখেন একটা ছাগল কম। ঠাকুমার রাগ দেখে ক! 'সোনালিয়াকেই ছেড়ে এলে! এত নেশা কর! যাও তাকে খুঁজে নিয়ে এসো।'

ঠাকুর্দার নেশার ঘোর তখনো ছোটে নি, রাগ হল বটে, কিন্তু যা কান বোঁ বোঁ করছে, রাগটা আর দেখাতে পারলেন না। ফিরে গেলেন পাহাড়ে।

চাঁদের আলো ফুটফুট করছে, পাহাড়ে উঠে দেখেন সেই চাঁদের আলোয় হাজার হাজার ছাগল চরছে। মাঝখান দিয়ে ঝিরঝির করে এক ঝরনা বয়ে যাচ্ছে, তার এপারে ওপারে ছাগল চরছে। কই দিনের বেলায় তো ঝরনা চোখে পড়ে নি!

কয়েকজন দাড়িওয়ালা বুড়ো লোক ছাগল চরাচ্ছে, ঠাকুর্দা তাদের কাছে গিয়ে সোনালিয়াকে চাইলেন। তারা উত্তর না দিয়ে ছাগলের পাল দেখিয়ে দিল।

ঠাকুর্দা সোনালিয়াকে চিনতে পারেন না। যে ছাগলের দিকে তাকান তাকেই মনে হয় সোনালিয়া। রগড় দেখে দাড়িওয়ালা বুড়োরা

হেসেই কুটোপাটি। সেই হাসি শোনবামাত্র ছাগলরা সব দলে দলে ঝরনা পার হয়ে চলে যেতে লাগল।

তখন ঠাকুর্দা সামনে যাকে পেলেন, তাকেই মনে হল সোনালিয়া, তাকেই কোলে তুলে নিয়ে, দৌড়তে দৌড়তে পাহাড় থেকে নেমে একেবারে বাড়িতে।

সোনালিয়াকে দুইতে গিয়ে ঠাকুর্দা অবাক্ হয়ে গেলেন, বালতি ভরে দুধের গঙ্গা বয়ে যেতে লাগল, তবু থামে না। এমন সময় ঘরের দরজায় কে টোকা দিল।

গিয়ে দেখেন একজন দাড়িওয়ালা বুড়ো দাঁড়িয়ে মুচকি মুচকি হাসছে, সঙ্গে তার সোনালিয়া। এতক্ষণে সত্যি সোনালিয়াকে চেনা গেল। ঠাকুর্দা অন্য ছাগলটাকে এনে দিলেন। লোকটা যাবার আগে মুচকি হেসে ঠাকুর্দার তামাকের দিকে দেখিয়ে দিল। দিলেন তাকে একদলা তামাক, তার বদলে সে তাঁকে এই জিনিসটে দিয়ে গেল।"

এই বলে ঝগড়ু তার কোঁচড় থেকে ছোট্ট একটা কালো গোল ফল বের করে দেখাল, তার বোঁটার কাছটা রুপো দিয়ে বাঁধানো।

"কি হয় এতে, ঝগড়ু ? কেন দিয়েছিল ?"

"কি হয় ? এ কাছে থাকলে লোকে স্বপ্ন দেখে বোগিদাদা, আর কোনো দুঃখু তার গায়ে লাগে না। নেশা করবারও দরকার লাগে না। চল, চল, মেঘ করে আসছে, দেখ এবার জোর জল পড়লে গুণমণির কি দশা হয়।"

১১

রুমু দেখল কিছুতেই কিছু হয় না গুণমণির ; ছাই দিয়ে চাপা পড়ে যায়, বৃষ্টির তোড়ে শুয়ে পড়ে, পরদিন সকালে আবার মাথা তুলে দাঁড়ায়, জোড়া জোড়া পাতার কুঁড়ি ফুটে যায়। দিনে দিনে গুণমণি বাড়তে থাকে।

কিন্তু ভুলো আর আসে না।

"দাদা, ভুলো একদিন কাদাপায়ে তোমার খাটে উঠেছিল বলে তুমি ওকে ঠেলে ফেলে দিয়েছিলে কেন?" রুমু খুব কাঁদতে থাকে।

ঝগড়ু এসে বলে, "ও কি, খালি খালি চোখের জল! তবে আর সুখনের কথা কাকে বলি?" রুমু চোখ মুছে বলে, "কে সুখন, বল ঝগড়ু।"

ঝগড়ু বলে, "আমার ছোট ঝমরু, তার ছোট সুখন, তার ছোট নানকু। সুখনও মাটিতে শেকড় গাড়লে না।"

"মাটিতে কেন শেকড় গাড়বে, ঝগড়ু?"

"ফেরারী হয়ে রইল, দিদি, ঘর বাঁধল না কোথাও। আগে কিন্তু ভারী সুখের প্রাণ ছিল তার। ভালোটি খাবে, ভালোটি পরবে, এ চাই, ও চাই। সেই লোভে সর্দারের বোবা মেয়ের সঙ্গে বিয়ে ঠিক করে ফেলল সুখন, কারো মানা শুনল না। এমন সময় ভারি জলের কষ্ট হল সেবার। আমাদের গাঁয়ের লোকে চাঁদা করে বড় ইঁদারা কাটাবে ঠিক করল। জল-খোঁজারা এল।"

"জল-খোঁজা কারা, ঝগড়ু?"

"তারা বেদেনী, বোগিদাদা। হাতে একটা তিন মুখো কাঁচা লাঠি নিয়ে ঘুরতে লাগল, পাহাড়ের কোলের কাছে এসে লাঠির মুখ বেঁকে মাটিতে ঠেকে গেল। বেদেনীরা সর্দারকে বলল, এইখানেই খোঁড়, সর্দার, এইখানে জল আছে।"

অমনি আমাদের গাঁ সুদ্ধু লোকে, পুরুষ মেয়ে, ছেলে বুড়ো কোদাল নিয়ে লেগে গেল। খুঁড়তে খুঁড়তে এক মানুষ, দুই মানুষ মাপ করে করে যায়। আট মানুষ হয়ে গেল, তবু আর জল বেরোয় না।

বেদেনীদের আবার ধরে আনা হল। তারা তবু বলে আছেই জল, ঝরনার মুখে কিছু বেধে আছে, বের করে ফেল, জল পাবেই।



অমনি নিশানা পেয়ে ঝাঁকে ঝাঁকে আকাশে উড়ল

সেদিন বিকেলে খুঁড়তে খুঁড়তে সুখনের কোদালে কি একটা জিনিস লাগল। বের করে দেখে, পাথরের মত শক্ত একটা বাঁশের চোঙ। কিছুতেই খুলতে পারল না, কোদাল দিয়ে ভেঙ্গে ফেলতে হল। খানিকটা কাঠের গুঁড়োর মত কি জিনিস ঝুরঝুর করে মাটিতে ছড়িয়ে পড়ল, আর পড়ল একটা ফিকে হলদে পাথরের মূর্তি।

আধ হাত লম্বা হবে দিদি, পাতলা ফিনফিন করছে, লতাপাতার মাঝখানে একটা মেয়ে দাঁড়িয়ে আছে, চোখ নিচু করে। পড়ন্ত রোদে সুখন তাকে হাতে করে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকল। আমি কাছে যেতেই বলল, দেখ, দাদা, ওর বন্ধ চোখের তারা দিয়ে আমার বুকের ভিতর পর্যন্ত দেখে নিচ্ছে।

ঘরে নিয়ে গেলাম মূর্তিটাকে। গাঁ সুদ্ধ সবাই দেখতে এল। সর্দার বললে ওর পুজো না দিলে খারাপ হবে সুখন, মাটি থেকে না তুললেই ভালো ছিল। বন্ধ চোখে দৃষ্টি থাকে এমন তো কখনো শুনি নি।

সর্দার বললে, "সুখন, পুজো না দাও, কাল আমাকে সদরে যেতে হবে, ওকে সরকারের কাছে জমা দিয়ে আসি। এ সব জিনিস ঘরে রাখতে নেই, সুখন।"

"তারপর কি হল, ঝগড়ু?"

"তারপর কি হল? সেই রাত্রেই মূর্তিটাকে নিয়ে সুখন কোথায় চলে গেল। আর তাকে দেখি নি।"

"মরে গেছে তাহলে।"

"সবাই মরবে কেন, বোগিদাদা? সুখন মোটেই মরে নি, মাঝে মাঝে দেশে টাকা পাঠায়। তবে ওর শেকড় কেটে গেছে।"

"তা হলে দেশকে ভালোবাসে না বোধ হয়।"

"দেশে না থাকলেই দেশকে ভালোবাসা যায় না? ভালোবাসার জিনিসকে সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে হবে নাকি?"

"আচ্ছা, আচ্ছা। আর ইঁদারার কি হল ?"

"ইঁদারায় সে কি মিষ্টি জল উঠল, দিদি। এখনো আমাদের গাঁয়ের লোক ঐ ইঁদারার জল খায়, ফটিকের মত পরিষ্কার, মধুর মত মিষ্টি। জষ্টিমাসে দারুণ খরার সময়ও ঐ কুয়োতে দু' মানুষ জল থাকে। কিন্তু সুখনকে আর দেখলাম না।"

"তোমাদের বাড়ি কি রকম বল না ঝগড়ু।"

"মাটির বাড়ি বোগিদাদা, শীতের ভয়ে ছাদগুলো নিচু করে তৈরি। তবে চারদিকে ঘুরে উঁচু মেটে দাওয়া, গোবর দিয়ে নিকিয়ে আমার মা তকতকে করে রাখে। জানলার চাটাই-এ, দোরের দুই পাশে আমার মা নিজের হাতে ফুল লতাপাতা মাছ শাঁক এই সব এঁকে রাখে। সে দেখলে প্রাণ জুড়িয়ে যায়, বোগিদাদা, মনে হয় মনের পাখী ডানা ঝাপটানি বন্ধ করে বাসায় এসে বসুক। আমার মা রাঁধে ভালো, রুমুদিদি, মেয়েমানুষকে রাঁধা-বাড়া শিখতে হয়।"

"দিদিমা আমাকে রান্নাঘরে ঢুকতে দেয় না।"

"আঃ, রুমু, চুপ কর। বল, ঝগড়ু, তুমি এতকাল দেশে যাও না, তোমাদের বাড়ি কেমন দেখতে হয়েছে জানলে কি করে ?"

"বাঃ, তা জানব না, আমার চোখের মণিতে গাঁথা হয়ে থাকে, কেমন দেখতে জানব না ?"

"দিদিমাকে বলে একবার যাও না কেন ঝগড়ু ? তোমার বুড়ী মা কত খুশি হবে।"

"নানকুর বিয়ে দিতে যাব মনে ঠাউরেছি। কি জানো, দিদি, আমাদের গুষ্ঠির ছেলেরা যে ধানের চাল খাবে সে হেথা-হোথা কত দূর দূর দেশে বোনা হয়েছে।"

"তা কেন, ঝগড়ু ? তোমার বাবা, ঠাকুর্দা তো দেশে থাকত।"

"চিরকাল কি আর দেশে থাকত বোগিদাদা ? আমার বাবা সে

একরকম ছিলেন। আর জন্তু-জানোয়াররা ছিল তাঁদের ঘরের লোক। একবার তুমকার ঘোর জঙ্গলে কাঠের খোঁজে গিয়েছিলেন, দেখেন কি না গাছের গোড়ায় একটা এতটুকু বনবেড়ালের বাচ্চা মিউ মিউ করে কাঁদছে। বাবাকে দেখে সে দারুণ খুশি, দু পা তুলে নেচেটেচে একাকার। বাবা তাকে কোলে তুলে নিয়ে তার চোখের দিকে চাইলেন। মনে হল তার হলদে চোখের পিছনে আলো জ্বলছে। বুকে করে বাবা তাকে ঘরে নিয়ে এলেন।

সে রাত্রে আমাদের গাঁয়ের কেউ ঘুমুতে পারল না, নেকড়ে বাঘ এসে সারারাত দাপিয়ে বেড়াল। বাবা বনবেড়ালের বাচ্চাকে বুকে নিয়ে শুয়েছিলেন, শেষরাত্রে মনে হল বাঘ বুঝি উঠোনে এসে কেঁদে বেড়াচ্ছে। জানলার ঝাঁপি খুলে বাবা তখন বাচ্চাটাকে ছেড়ে দিলেন, অমনি নেকড়েও তাকে মুখে করে তুলে নিয়ে একছুটে চলে গেল।”

“তাহলে বনবেড়ালের বাচ্চা নয়, ঝগড়ু, নেকড়েরই বাচ্চা?”

“কি জানি, রুমুদিদি, ওদের জাতই আলাদা। ওরা মানুষের বাচ্চাও পোষে তা জানো? আমাদের গাঁয়ের একটা ছোট্ট ছ’ মাসের ছেলে হারিয়ে গেছল, তার গলায় মোটা রুপোর কণ্ঠি ছিল। দশ বছর বাদেও নেকড়ের দলে একটা মানুষের ছেলেকে চার হাতপায়ে ঘুরে বেড়াতে দেখা যেত, তার গলায় রুপোর কণ্ঠি।”

“ওর বাবা মা ওকে ধরে আনলো না কেন?”

“সে কি আর চেষ্টা করেনি, দিদি, মানুষ দেখলেই সে কামড়াতে আসত, ঝোপের মধ্যে মিলিয়ে যেত। যে মানুষের রক্তে নেকড়ের দুধ মিশেছে সে কি আর অন্য মানুষের মত হয় কখনো?”

“ঝগড়ু, তোমার বাবা চিরকাল দেশে থাকেন নি বললে, কোথায় গেছিলেন?”

“বর্মা জানো বোগিদাদা? সমুদ্দুরের ওপারে বর্মা আছে সেইখানে।”

"বল তোমার বাবার বর্মা যাওয়ার গল্প।"

"এখন তার সময় কোথায় দিদি? ঐ দেখ নাথু এল কাপড়ের গাঁটরি নিয়ে।"

১২

নাথু হল ঝগড়ুর বন্ধু। ঝগড়ুর জন্য নাথু ট্যাঁকে করে গুণ্ডি নিয়ে আসে। ঝগড়ুর বউ নাথুকে দেখতে পারে না, তাই নাথুর কাজ সারা হলে ঝগড়ু ওর সঙ্গে মোমলতার তলায় বসে গল্প করে।

বোগি বলে, "কেন তোমার বউ নাথুকে দেখতে পারে না, ঝগড়ু?"

নাথু মুচকি হেসে বলে, "আমার পা দুটো ডুবে থাকে এখানকার নদীর জলে কিন্তু মন কোথায় থাকে ঝগড়ুর বউ জানে না, তাই আমাকে দেখতে পারে না।"

"কেন, নাথু, কোথায় থাকে তোমার মন?"

"বাতাস দিলে তোমাদের বাঁশবনের শিরশির সরসর শব্দ শুনেছ, দিদি? বাতাস থামলে কোথায় থাকে সেই শব্দ? অমন বোকার মত কথা জিজ্ঞেস কোরো না।"

বোগি বললে, "ভারী বোকা রুমুটা, নাথু। যে যা বলে তাই বিশ্বাস করে। আমি মজা করে বলেছিলাম, পুতুল ভেঙ্গেছে কাঁদিস্ না, পুঁতে রাখ গাছ হবে। ও সত্যি পুঁতে রেখেছিল।"

রুমু বললে, "মোটেই আমি বোকা না। মোটেই আমি যে যা বলে বিশ্বাস করি না। খালি তুমি যা বল বিশ্বাস করি।" রুমুর কান্না পাচ্ছিল।

নাথু তাড়াতাড়ি বলল, "আর বিশ্বাস করবে না-ই বা কেন? কিসের গাছ হয় আর কিসের হয় না, তার তুমিই বা কি জানো বোগিদাদা?

যারই বুকের মধ্যে শেকড়ের কলি আছে তারই গাছ হয়। আমাদের গাঁয়ের কাছে এক সাধু থাকত, তার একটা কানাকড়িও ছিল না। সেবার বান ডাকার পর দুর্ভিক্ষ হ'ল। সে সারা গাঁকে দশ দিন খাওয়ালো কি করে? খালি রাশি রাশি চকচকে পয়সা এনে দেয়। তারপর সরকারী সাহায্য এল, সবার দুঃখু ঘুচল, তখন লোকে বললে, সাধু তুমি পয়সা জাল কর না কি, অত নতুন পয়সা পেলে কোথায়? তাকে নাস্তানাবুদ করলে গাঁয়ের লোক, মনের দুঃখে সে আস্তানা ছেড়ে চলেই গেল। সে গেলে সবাই বললে—দাও, জালিয়াত সাধুর ঘর পুড়িয়ে, ভণ্ডামি করবার জায়গা পায় নি। ঘরে ঢুকে দেখে কয়েকটি মাটির বাসন আর একটা চট আর ঘরের মাঝখানে ছোট একটা শুকনো গাছ। তাকে উপড়ে ফেলতেই বেরুল একটা পয়সা, তার চারদিকে গাছের শেকড় জড়িয়ে রয়েছে। ও কিসের গাছ?"

বোগি বললে, "তাই বলে তো আর পয়সার বুকে শেকড়ের কলি থাকে না যে গাছ গজিয়ে উঠবে। ওটা আপনিই কেমন করে শেকড়ে জড়িয়ে গেছিল।"

নাথু গাঁটরি তুলে মাথায় নিয়ে বলল, "পয়সার বুকে শেকড়ের কলি না থাকলেও, দয়ার বুকে তো আছে।"

"নাথু, যেও না, তুমি একবার কি মাছ ধরেছিলে সেই কথা বল।"

নাথু আবার গাঁটরি নামিয়ে রেখে বলল, "ঝগড়ু বলেছে বুঝি? ঝগড়ু তুমি বড্ড বেশী কথা বল। মনের কথা যাকে তাকে বিলিয়ে দিতে হয় না। হ্যাঁ, তবে বোগিদাদা রুমুদিদিকে বলা যায়, ওদের চোখেও ঘোর আছে কি না।"

"বল, নাথু, বল।" "ঝগড়ুকে বোকো না। ঝগড়ু খুব ভালো। ঝগড়ুর ঠাকুর্দার ঠাকুর্দার পাঁচটা বন ছিল। গাছপালা জন্তু-জানোয়ার মৌচাক সব তাঁর ছিল। দারুণ সাহস ছিল তাঁর। আর এই বুকের ছাতি।"

"একবার কুড়ুল দিয়ে লম্বালম্বি ল্যাজের ডগা পর্যন্ত বাঘ চিরে ফেলেছিলেন।"

"একবার ডাকাতে ধরেছিল তাঁকে, গাঁ থেকে এক কোশ দূরে, এমনি জোরে গাল বাজিয়ে লোক ডেকেছিলেন যে ঝড় উঠেছিল, ডাকাতরা ভয়ে পালিয়ে গিয়েছিল।"

শুনে নাথু খুব হাসল, "কে বলেছে এ সব? ঝগড়ুই তো? ও জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে তাও জানো না? তবে শোনো আমার মাছ ধরার গল্প।

যারা জলে জলে কাজ করে জানো তো তাদের জলের নেশা লেগে যায়, জল ছেড়ে থাকতে পারে না। আমারো হল তাই। রোজ কাঁপুনি দিয়ে জ্বর আসে, সে কিঁ দারুণ শীত সে আর কি বলব, বুকের ভিতরটা পর্যন্ত হিম হয়ে যায়, তারপর বিকেল বেলায় ঘাম দিয়ে জ্বর ছেড়ে যায়। কাজও করতে পারি না, অথচ ঘরে শুয়েও থাকতে পারি না।"

"কেন, নাথু, শুয়ে থাকতে পারো না কেন?"

"শুলে যে সময় চলে যায়, রুমুদিদি, একটু একটু করে সময় ফুরিয়ে যায়! শোনোই না গল্প। আমাদের গাঁ ছেড়ে খানিকটা উত্তুরে একটা আমগাছ আছে জলের কিনারায়। সেইটে ঠেস দিয়ে বসে মাছ ধরি। পোকামাকড়ের টোপ দিই না, দিদি, পোকামাকড়ে সাধারণ মাছ ওঠে।"

"সাধারণ মাছ উঠলে কি হয়, নাথু?"

"কি জ্বালা! সাধারণ মাছ তো হাটেও কিনতে পাওয়া যায়, ও দিয়ে আমি কি করব?"

"আচ্ছা, আচ্ছা, বল।"

"একদিন আমি বঁড়শিতে একটা লাল টুকটুকে কুঁচফল গেঁথে ছিপ ফেললাম। ভারী জল তখন, আমাদের এখানে রোদ ঝকঝক করছে, কিন্তু নদীর গোড়ায় কোথায় বৃষ্টি পড়েছে, ভারী জোর স্রোত। ভাবছি



মনে হল চোখের সামনে রং তার ফিকে হয়ে যাচ্ছে

এত স্রোতে মাছ পড়বে না, সারা গা রোদে পুড়ে যাচ্ছে, কিন্তু বুকের বরফ কিছুতেই গলছে না, এমনি সময় সূতোয় টান লাগল। টেনে তাকে তুলতে পারি না, হাঁপ ধরে গেল, শেষে অনেক কষ্টে তাকে ড্যাঙ্গায় ওঠালাম। ওরকম মাছ তোমরা চোখে দেখ নি, বোগিদাদা, রুমুদিদি। দেখবেও না কখনো।"

"থামলে কেন, নাথু? বল, বল।"

"আঃ! থামলাম সে কথা মনে করেও গায়ে কাঁটা দিচ্ছে বলে। শোনো মন দিয়ে। মাছটা দুই হাতের কনুইএ ভর দিয়ে উঁচু হয়ে উঠে আমার দিকে তাকিয়ে রইল। রোদের আলোতে স্পষ্ট দেখলাম তার মাথাভরা কালচে সবুজ চুল ঘাড়ে গলায় লেপটে রয়েছে, ঠোঁট দুটো একটু ফাঁক করে বড় কষ্টে নিশ্বাস ফেলছে, মুক্তোর সারির মত দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়াচ্ছে, ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে, কানের কাছে চুলের সঙ্গে বঁড়শি আটকে আছে, সেখান থেকেও ফোঁটা ফোঁটা রক্ত পড়ছে। ছোট দুটি কানে দুটি সোনার মাকড়ি পরা। দেখলাম পদ্মফুলের মত হাত দুটি দিয়ে শক্ত করে ঘাস আঁকড়ে রয়েছে, নীল নীল শিরা দেখা যাচ্ছে, দীঘির মাঝখানকার মত ঘন সবুজ চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে, বুকটা কত যন্ত্রণায় উঠছে পড়ছে। কোমরের তলা থেকে মাছের মত দেখতে, ল্যাজটার কি রংএর বাহার, ময়ূরের পেখমের মত মেলে রয়েছে। দেখতে দেখতে আমার চোখের সামনে তার সব রং ফিকে হয়ে আসতে লাগল, নিশ্বাসের ওজন যেন এক শ' মণ, দু ফোঁটা চোখের জল আমার হাতে এসে পড়ল। অমনি আমার বুকের ভিতরকার বরফ গলে গেল, আমি তাড়াতাড়ি ট্যাঁক থেকে আমার ছুরিটা বের করে ছিপের সূতো কেটে দিলাম। ভয় হল এখুনি বুঝি এলিয়ে পড়বে, কোলে তুলে তাকে মাঝ নদীতে ছুঁড়ে ফেলে দিলাম। সারা গা আমার ভিজে গেল। তারপর আর মনে নেই।



অত সহজে পাওয়া কি যায় ?

যখন জ্ঞান হল, দেখি ঘরে শুয়ে আছি, জ্বর গায়ে মাছ ধরতে যাওয়ার জন্য বাড়ির লোকরা রাগারাগি করল। এখন যাই, বোগিদাদা, রুমুদিদি। ঝগড়ুর গল্প সব সত্যি না-ও হতে পারে। ও জেগে জেগে স্বপ্ন দেখে।” যেতে যেতে থেমে বলে, “এই আমার এক কানে সোনার মাকড়ি দেখছ, এটিকে পরদিন ঐ আমগাছের তলায় পেয়েছিলাম।”

নাথু গাঁটরি নিয়ে চলে গেল, আর ঝগড়ু হেসে বললে, “জ্বরও হল গিয়ে স্বপ্নেরই জাতভাই, দাদা। স্বপ্ন দেখতে না পারলে আর পারলে কি? উঠি। গা-টা কেমন ম্যাজম্যাজ করছে, কাঠ ফেড়ে ঘাম ঝরিয়ে শরীরটাকে ঝরঝরে করে ফেলি। কাল সারারাত ঘুমোই নি, বোগিদাদা, চাঁদনী রাতে কুকুররাও ঘুমোয় না, আমারো চোখে ঘুম থাকে না, আমার শালার ছেলেটা কিন্তু খুব ঘুমিয়েছে।”

“চাঁদনী রাতে ভুলো তো ঘুমোত, ঝগড়ু।”

“ভুলো? সে তো সুখী কুকুর, সুখীদের ঘুমুতে বাধা নেই।”

“সুখী তো পালিয়ে যায় কেন, ঝগড়ু?”

“সুখীরা পালায় না কে বলেছে দিদি? সুখীরা পালায় ঐ সুখের কাছ থেকেই; দুঃখ পায় না বলে দুঃখকে খুঁজে বেড়ায়। বলব একদিন আমার বাবার বর্মা যাওয়ার কথা।”

১৩

চাঁদনী রাতে দুঃখী কুকুররা সত্যি ঘুমোয় না, সারারাত চাঁদের দিকে মুখ তুলে হু-হু করে কাঁদে। তাই শুনে রুমুরও কান্না পায়, বোগির খাটে উঠে এসে শোয়। ঝগড়ু এসে বলে,—

“শুনবে নাকি আমার বাবার বর্মা যাওয়ার গল্প?”

“হ্যাঁ, ঝগড়ু, শুনব।”

"বুঝলে, আমার ঠাকুর্দার তখন খুব ভালো অবস্থা। আমার বাবা আর কাকা রাজার হালে থাকে, কাজকর্ম বিশেষ করতে হয় না, সারাদিন হরিণ শিকার করে, বাঁশী বাজিয়ে, মাছ ধরে ঘরে ফিরে মাংস ভাত খেতে পায়। রাতে বিছানায় নরম তোশক পায়, কম্বল পায়। সোনার আংটিও হল দুজনার, যার যা শখ ছিল মিটে গেল। তখন তারা আর সইতে না পেরে একদিন ঘর ছেড়ে পালিয়ে গেল।"

"কেন, ঝগড়ু, ভালো ছিলো তো, পালাল কেন?"

"শখ মিটে যাওয়া ভালো নয়, দিদি, তখন পালানো ছাড়া আর উপায় থাকে না।"

"ঝগড়ু!"

"কি, বোগিদাদা?"

"তোমার কি মনে হয় ভুলোর সব শখ মিটে গেছিল?"

"তা কি করে মিটবে, বোগিদাদা? কয়েকটা শখ তো মেটে নি জানি। যেমন আমার পায়ের গুলি কেটে নেবার শখ। রেবতীবাবুদের বেড়াল খাবার শখ। তোমার দাদুর ইজিচেয়ারে বসবার শখ। না, দাদা, ভুলোর শখ মিটতে দেরী আছে।"

"আচ্ছা, তোমার বাবার কথাই বল। কোথায় গেল তারা?"

"কাঠের আড়তে লোক নিচ্ছিল, বর্মায় কাঠ কাটতে যেতে হবে। বাবা আর কাকা সেইখেনে গিয়ে নাম লিখিয়ে, সেই রাত্রের গাড়িতেই এক দলের সঙ্গে রওনা হয়ে গেল। গাঁয়ের কেউ জানতে পারল না। ঠাকুমা কেঁদে কেঁদে সারা।

তারপর বর্মা গেল বাবা আর কাকা। জাহাজে করে সমুদ্দুর পার হয়ে। সমুদ্দুর জানো, দাদা?"

"বাঃ, সমুদ্দুর জানি না? পৃথিবীর তিনভাগই তো সমুদ্দুর, আর শুধু এক ভাগ ড্যাঙ্গা।" ঝগড়ু তাই শুনে কিছুতেই বিশ্বাস করে না।

"হ্যাঁ, জীবনের বেশীটাই কেটে গেল, একবারও সমুদ্দুর দেখলাম না, বললেই হল তিনভাগ সমুদ্দুর! যদি জানতে, ঐ সমুদ্দুরে পৌঁছুতে আমার বাবা কাকাকে কত কষ্ট করতে হয়েছিল, তা হলে আর ও কথা বলতে না, দাদা।" রুমু বললে, "আচ্ছা, দাদা, তুমি থামো না। হ্যাঁ, ঝগড়ু, তারপর।"

"তারপর বর্মায় পৌঁছে দেখে সে কি দেশ গো! ছেলেদের ভারী মজা, মেয়েরাই সব কাজ করে দেয়। বাবাদের দেখে দেখে হিংসে হয়—"

"এই না বললে সুখে থেকে আর সইতে পারছিল না ওরা, তবে আবার হিংসে কেন?"

"নাঃ, তোমরা বড় বোকা, সুখী লোকরা হিংসুটে হবে না তো কারা হিংসুটে হবে? দুঃখীরা তো সুখ কি তাই জানে না, তবে আর হিংসে করবে কেন? এখন গল্পটা শোনো তো।

বাবাদের পাঠিয়ে দিল একেবারে ঘোর জঙ্গলে, সেগুন গাছের ঘন বনে। সেখানে একটা ছোট্ট ডেরা ছিল। দারুণ বেঘো জঙ্গল, ডেরার চারদিক ঘিরে পনরো হাত উঁচু করে শক্ত কাঠের দেয়াল করা। তার গায়ে একটা মজবুত দরজা। বাঘ নাকি পনরো হাত লাফাতে পারে না। ডেরাতে বিশেষ কিছু নেই, ওরা বারোটা লোক সারাদিন কাঠ কাটে, সূর্য ডোবার আগে ডেরায় ফিরে আসে। একটা বড় ঘর, তাতে বারোটা খাটিয়া আর বারোটা পিঁড়ে, পাশে রান্নাঘর, ছোট্ট কুয়ো। আর কি-ই বা লাগে? সারারাত দরজা এঁটে ঘুমিয়ে থাকে সকলে, সকালে কাজে বেরোয়।

একদিন কাকার দারুণ জ্বর এল। জ্বরের হাত থেকে কোথাও নিস্তার নেই, দাদা। সবাই কাজে চলে গেল। কাকা একলা কম্বল মুড়ি দিয়ে চুপটি করে পড়ে আছে। পায়ের কাছে দরজা খোলা।

এমনি সময় একটা শব্দ শুনে চোখ খুলে দেখে কি না একটা এই বড় বাঘ বেড়া টপকে ভিতরে এল। কাকা তো কাঠ!

বাঘটা ঘরে ঢুকে একটু ঘুরঘুর ছোঁক ছোঁক করে বেড়াল, চারধারে মানুষের গন্ধ, বোধ হয় তাই কাকাকে অতটা লক্ষ্য করল না। কিন্তু কাকা পষ্ট দেখলেন বাঘ শুঁকে শুঁকে পিঁড়েগুলোকে গুণে গেল। তারপর আবার যেমন এসেছিল লাফ দিয়ে বেড়া টপকে চলে গেল।

বিকেলে সবাই ফিরলে পর কাকা বাবাকে ডেকে সব কথা বলল। বলল, সবাইকে বল। বাবা বলল, যাঃ, বাঘ কখনো অত উঁচুতে লাফাতে পারে না। আর এলই যদি, তোকে কিছু বলল না? তুই জ্বরের ঘোরে স্বপ্ন দেখে থাকবি। কি করে কাকা? সবাই ঘুমিয়ে পড়লে, কাকা দেখল প্রথম রাত্রে বাঘটা এসে একটা লোককে তুলে নিয়ে গেল। খানিক বাদে এসে আরেকটাকেও নিয়ে গেল। তখন বাবা সবাইকে বলল, কিন্তু কেউ বেরুতে রাজী হল না, বলল, বাঘ কখনো মানুষ মুখে করে অতটা লাফাতে পারে? ওরা দুজনে আছে কোথাও এইখানে।

শুধু বাবা কাকাকে বলল, চল্, কোথায় যাবি।

একটু দূরে নদী, তার জলে কাঠ কেটে ভাসিয়ে দেওয়া হয়। সেইখানে নৌকো বাঁধা থাকে। কাকা বললে, ঐখানে চল নৌকো করে গাঁয়ে চলে যাই।

নদীর ধারে গিয়ে ওরা দা দিয়ে কাঠ ছুলে কয়েকটা বল্লম বানিয়ে নিল। তারপর যেই না নৌকোয় চড়েছে, বাঘও এসে হাজির। ততক্ষণে ওরা মাঝনদীতে। বাবা নৌকোর উপর উঠে দাঁড়িয়ে, বাঘের বুক লক্ষ্য করে একটা বল্লম ছুঁড়ল। ঝুমকার ছেলের হাত ফস্‌কায় না, বোগিদাদা, বল্লম গিয়ে বাঘের বুকে বিঁধল। বাঘও অমনি মানুষের মত চীৎকার করে উঠল। আর বাবা টাল সামলাতে না পেরে জলে পড়ল, কাকা তাকে টেনে নৌকোয় তুলে, দাঁড় বেয়ে, যত তাড়াতাড়ি পারে সেখান

থেকে চলে গেল। নদীর বাঁকে ফিরে চেয়ে দেখেছিল, মনে হল, বুকে বল্লম বিঁধে পড়ে আছে ওটা হয়তো বাঘ নয়, বাঘের ছাল-পরা মানুষ।"

"তার মানে, ঝগড়ু ?"

"কে জানে, সত্যি কোথায় শেষ হয়, স্বপ্ন কোথায় শুরু হয়। আর যায় নি ওরা ডেরায় ফিরে। গাঁ থেকে পালিয়ে চলে এল দেশে।"

বোগি বললে, "না, ঝগড়ু, তোমার বর্মার গল্প ভালো না।"

অমনি রুমুও কান্না ধরল, "মরে গেল কেন ? ও বিশ্রী গল্প। দাদা, ভুলো কেন আসছে না ?"

ঝগড়ু বললে, "আসবে, দিদি আসবে। সময় হলে সব এসে তোমার হাতের কাছে জড়ো হবে। আজ গুণমণিকে দেখেছ নাকি ? লকলক করে ছাদ ছোঁয় ছোঁয়। কুঁড়ি ধরেছে গুণমণির। আর তিনটে দিন সবুর কর না। আচ্ছা, যাবে আজ সন্ধ্যা বেলায় ম্যাজিক দেখতে ? খেলার মাঠে এত বড় কানাৎ পড়েছে। চোখের সামনে যা হয় না তাই হচ্ছে। হাজার লোক অবাক্ হয়ে যাচ্ছে। চোখ মোছ দিকিনি। দিদিমাকে বলে চলো যাই।"

১৪

বোগি কাপড় ছাড়তে ছাড়তে বলল, "আসলে কিন্তু ম্যাজিক হয় না, সব চালাকি। দাদু বলেছে সব হাত-সাফাইএর বুজরুকি ! লোকেরা সেধে পয়সা দিয়ে বোকা বনতে যায়।"

ঝগড়ু রুমুর জুতোর ফিতে বেঁধে দিয়ে বললে, "ম্যাজিক যে একেবারেই হয় না, তা বোলো না, বোগিদাদা। এদের কথা আমি জানি না, কিন্তু মাঝে মাঝে এমন ব্যাপার ঘটে তাতে ম্যাজিক হয় না একথা বলা চলে না। ঐ তো নাথু এসেছে, ও-ই বলবে 'খন।"

"নাথু, যাবে তুমিও ম্যাজিক দেখতে? আমাদের গল্প বলতে হবে কিন্তু।"

নাথু খুব ভালো কাপড়জামা পরে, গোঁফ আঁচড়ে, এসেন্স মেখে, সেজেগুজে এসেছিল। পায়ে চকচকে পামসু, তার গোড়ালীর কাছে তুলো গোঁজা। নাথু জুতোজোড়া বোগির খাটের তলায় লুকিয়ে রেখে ওদের সঙ্গে চলল।

"ম্যাজিকের গল্প বল এবার, নাথু।"

নাথু বললে, "সে আর এমন কি কথা। বছর বারো আগে একবার হাটের দিনে একটা লোক এসে নানারকম ম্যাজিক দেখিয়ে, এক পয়সা দু পয়সা নিচ্ছিল। লোকেরাও সব মজা পেয়ে গেল, ওকে ঘিরে তারাও রগড় করতে লাগল। লোকটাকে একটু বোকা মতন মনে হয়েছিল।

খেত্রী বলে একজন দোকানদার ছিল, ভারী পাজী, আর কেউ পয়সা রোজগার করছে দেখলে তার গা জ্বলে যেত। লোকটা তার কাছে আট আনার কি সব জিনিস কিনে যেই তাকে একটা আধুলী দিয়েছে, অমনি সেও ঢং করে অন্য হাত দিয়ে চাপা দিয়ে বলছে "ফুস্ মন্তর লাগ্ লাগ লাগ্—কই হে আধুলী দাও নি তো, এ তো একটা পয়সা!"

লোকটা একটু যেন অবাক্ হয়ে আবার একটা আধুলী দিয়েছে, অমনি আবার সেটা পয়সা হয়ে গেছে। হাটের লোকেদের হেসে হেসে পেটে ব্যথা ধরে গেল। লোকটা ভারী বোকা বনেছে তো।"

তখন কে একজন বললে, "আরে, তুমিও কি কিছু কম যাও নাকি হে? দাও না ওকে ধুলো-পড়া করে উড়িয়ে!"

বলবামাত্র লোকটা একমুঠো ধুলো তুলে শূন্যে ছুঁড়ে দিল, আর হাটসুদ্ধু সকলের সামনে থেকে খেত্রী অদৃশ্য হয়ে গেল। তখন এমনি একটা সোরগোল উঠল যে তার মধ্যে কোন্ ফাঁকে যে সে লোকটা সরে

াড়ল, কেউ টেরও পেল না। খেত্রীর টিকিটি আর কেউ দেখে নি। কাজেই ম্যাজিক যে একেবারেই হয় না, তা বোলো না বোগিদাদা।"

"তারপর খেত্রীর কি হল ?"

"সে আর আমি কি জানি। যেমনি ব্যাটা পাজী ছিল, তার ঠিক সাজাই হল। ও কি, রুমুদিদি, আবার কি হল ?"

"যদি কেউ ভুলোকে ধুলো-পড়া করে দেয় ?"

"আহা, ভুলো তো আর দুষ্টু নয়, ভুলো তোমাদের ভালো কুকুর।"

"ভুলো যে দাদুর দুধ খেয়ে ফেলেছিল ? অনিমেষবাবুকে কামড়েছিল ? দিদিমার জামা ছিঁড়ে দিয়েছিল ?"

বোগি বললে, "কেউ ভুলোকে ধুলোপড়া করে নি রুমু, ন্যাকামি কোরো না। একটা রুমালও আনতে পারো না ?"

ম্যাজিক দেখে বাড়ি ফিরবার সময় বোগি দেখে রুমু ফ্রকের কোঁচড়ে করে কি নিয়ে চলেছে।

"আঃ, রুমু, ফ্রক নামাও, আবার পেট দেখা যাচ্ছে।"

রুমু মাথা নাড়ল। ঝগড়ু বললে, "কি আছে দিদি ? দাও, আমার হাতে, আমি নিয়ে যাই।—ও কি ! তোমার তো ভারী সাহস হয়েছে দেখছি, অত বড় মাকড়সাকে কোলে তুলেছ !"

বোগি ব্যস্ত হয়ে উঠল। "ছিঃ, রুমু মাকড়সারা বিষাক্ত হয়, কি বলে ধরলে ? ভয়ও করল না ? ফেলে দাও, ঝগড়ু।"

রুমু কেঁদে ফেলল, "না, ঝগড়ু, না, ওর পাঁচটা ঠ্যাং, ওকে ফেলো না।"

ঝগড়ু একটুক্ষণ কি ভেবে, পকেট থেকে নস্যির কৌটো বের করে মাকড়সাটা তার মধ্যে পুরে নিল।

রুমু খুশি হয়ে বলল, "এত দিন পরে !"

নাথু বললে, "ব্যাপার যেন ঘোরাল বলে মনে হচ্ছে, দিদি।"

ঝগড়ু বললে, "ওকে বিরক্ত কর না, নাথু। বলবার হলে বলবে কারো মনের কথা কেড়ে নিতে হয় না।"

রুমু জিজ্ঞাসা করল, "নিদুলী মন্ত্রটা কি, ঝগড়ু ?"

"ঘুমিয়ে পড়বার মন্ত্র, দিদি, বদলে যাবার মন্ত্র।"

"ঘুমোলেই কি বদলে যায়, ঝগড়ু ?"

ওদের কথা শুনে বোগি খানিকটা এগিয়ে এল, "তুমি বেশ বদলে যাও, রুমু। শোবার সময়ে খিটখিট কর, কথায় কথায় কাঁদো। আর সকালে ওঠ হাসিমুখে।—ঝগড়ু তুমি তো জানো নিদুলী মন্ত্র ?"

"বলেছি না দুমকায় সবাই জানে নিদুলী মন্ত্র, দাদা। দুমকার ঘুম তো আর এখানকার ঘুমের মত ছিল না। দুমকায় লোকে ঘুমোত এক চোখ আর এক কান খুলে রেখে। সেও একরকম ঘুম, আবার ঘুমোয় না এমন লোকও তো আছে। তাদেরই জন্য নিদুলী মন্ত্র হয়েছিল। ঘুম পাড়াবার মন্ত্র, বোগিদাদা। তোমার রাতে ঘুম হয় তো ?"

রুমু বললে, "ও ঘুমোয়, আমার কিন্তু ঘুম হয় না। যখনি ঘুম ভেঙ্গে যায়, তখনি দেখি জেগে আছি।"

"আরে, তা হলে তোমারি জন্য তো নিদুলী মন্ত্র, দিদি।"

রুমুর আর পা চলতে চায় না, পা ব্যথা করে, এমন সময় ওরা বাড়ি এসে পৌঁছয়। রাত্রে শুলে পর ঝগড়ু এসে পা টিপে দেয়। রুমুর কি যে আরাম হয় ; ঝগড়ুকে বলে,—

"ঝগড়ু, তুমি কি ঐ কালো ছেলেটাকে ভালোবাসো ?"

"তা বাসি বই কি, দিদি, বউ-এর ভাই-এর ছেলে, ভালো না বেসে কি আর আমার উপায় আছে ?"

"আচ্ছা, ঝগড়ু, ওকে না দেখলে তোমার কষ্ট হবে ?"

"কষ্টকে ভয় করলে তো আর ভালোবাসা যায় না, দিদি। ওর বাবা

মা এসে ওকে নিয়ে গেলে আর দেখতে পাব না। ভুলোকে দেখতে পাচ্ছ না বলে তোমার কষ্ট হচ্ছে তো দিদি? তবে কি ভুলোকে ভালো না বাসলে ভালো হত?”

রুমু হঠাৎ এক গাল হেসে বলল, “ভুলো তো আবার আসবে। তুমি একটা সোনা-রুপোর মাদুলী খুঁজে পাও না, ঝগড়ু?”

“কি হবে দিদি?”

“বাঃ, তুমি না বললে নিদুলী মন্ত্র দিয়ে যে কুকুররা শেয়ালরা হলদে পাখী খেয়ে মানুষ হয়ে যায়, তাদের আবার জানোয়ার করে দেয়া যায়? কিন্তু সে ভারী শক্ত, পাঁচঠ্যাং মাকড়সা চাই, সোনা-রুপোর মাদুলী চাই। বল নি তুমি?”

বোগি অন্য খাট থেকে মাথা তুলে বললে, “বল নি তুমি? তবে কি ফের বাজে বকছিলে? গাঁজাখুরী কথা বলছিলে, ঝগড়ু?”

“না, না, বোগিদাদা। বিশ্বাস কর, আমি যেমন করে পারি সোনা-রুপোর মাদুলী এনে দেব। কিন্তু কাকে জানোয়ার বানাতে হবে তা তো বললে না?”

১৫

রুমু বোগি উঠে বসল।

“বল, দাদা, তুমি বল।”

“ঝগড়ু, ভুলো যেদিন পালিয়ে গিয়ে রাত করে ফিরেছিল, সেদিন ও কোথা থেকে হলদে পাখী খেয়ে এসেছিল, ওর ঠোঁটের কোণায় হলদে পালক গুঁজে ছিল।”

“সে কি, বোগিদাদা?”

“হ্যাঁ, ঝগড়ু, হ্যাঁ। পরদিন সকালে দেখি ভুলো নেই, কিন্তু তোমার

ঘরে একটা কালো ছেলে। তার চোখ পাটকিলে রংএর আর কানের উপর দিকটা খোঁচা মত। তুমি মুখ ঢাকছ কেন, ঝগড়ু ?"

"বেজায় আশ্চর্য লাগছে কি না। কিন্তু ও যে আমার শালার ছেলে!"

রুমু ব্যস্ত হয়ে উঠল। "না, ঝগড়ু, ও-ই ভুলো। সোনারুপোর মাদুলীটা যোগাড় কর, অমনি দেখবে ও ভুলো। আচ্ছা ঝগড়ু তোমার বউ কিছু বলবে না তো ?"

"আরে বউকে কিছু বলে কাজ নেই। তবে নাথুর সাহায্য দরকার হবে। এক আধ দিন অপেক্ষা করতে পারবে তোমরা ? আমাদের গাঁয়ের লখনিয়া ময়ূর মেয়ের জন্য চল্লিশ বছর অপেক্ষা করেছিল, আর তোমরা এক আধ দিন অপেক্ষা করতে পারবে তো ?"

"পারব, ঝগড়ু, পারব! ময়ূর মেয়ের কথা বল।"

"বুঝলে বোগিদাদা, লখনিয়া তোমাদের মত ছিল, কষ্ট পাবার ভয়ে কাউকে ভালোবাসত না, কোনো মানুষকে না, কোনো জিনিসকে না। মানুষ চলে যায়, ভুলে যায়, মরে যায়, আর জিনিস ভেঙ্গে যায়, চুরি যায়, হারিয়ে যায়, মরচে ধরে, পোকায় খায়। কি হবে ভালোবেসে ?"

মেলা টাকাপয়সা ছিল লখনিয়ার, দিব্যি খেত দেত, ফুর্তি করত। একদিন চাঁদনী রাতে লখনিয়া পাশের গাঁ থেকে বিয়ের নেমন্তন্ন খেয়ে ফিরছে, দেখে মহুয়া গাছতলায় ময়ূর নাচছে।"

"যাঃ, শুধু মেঘলা দিনে ময়ূর নাচে।" "না বোগিদাদা, চাঁদের আলোতেও ময়ূর নাচে। লখনিয়া তাই দেখে থমকে দাঁড়াল, ময়ূরটা নেচে নেচে একেবারে ওর সামনে এসে দাঁড়াল, কি জানি কেন লখনিয়ার তাকে ভালো লাগল। যেই ভালো লাগল, চোখের সামনে ময়ূরটা একটি সুন্দর মেয়ে হয়ে গেল। ময়ূরের পেখমের মত ঝলমলে তার রূপ। চেয়ে চেয়ে আর লখনিয়ার মন ভরে না, হাত বাড়িয়ে যেই না তাকে ধরতে গেল, অমনি মেয়েটি বাতাসের মত মিষ্টি সুরে বললে, "অত

সহজে পাওয়া যায় না, লখনিয়া, অপেক্ষা করতে হয়।” বলেই সে কুয়াশার মধ্যে মিলিয়ে গেল।

সবাই বললে লখনিয়া বিয়েবাড়িতে নেশা করেছিল, কি দেখতে কি দেখেছে। কিন্তু লখনিয়া ময়ূর মেয়ের জন্য চল্লিশ বছর অপেক্ষা করেছিল।”

“থামলে কেন, ঝগড়ু, তারপর সে এসেছিল ?”

“তা আর আসবে না ? ততদিনে লখনিয়া বুড়ো হয়ে গেছিল, চোখে ভালো দেখতে পেত না, কিন্তু তবু ময়ূর মেয়ের রূপটি ঠিক চিনতে পেরেছিল। মরার আগে চোখ জ্বলজ্বল করে উঠেছিল, মুখখানি হাসিতে ভরে গেছিল। এটাও বিশ্রী গল্প, দিদি ?”

রুমু বললে, “না, ঝগড়ু, খুব ভালো গল্প।” বোগি বললে, “তাই বলে সত্যি করে ময়ূর কখনো মানুষ হয় না।”

ঝগড়ু একটু হেসে উঠে গেল।

চারদিকের শব্দ যেন ক্রমে দূরে সরে যেতে লাগল। টেবিলের উপর ঘড়ির টিকটিক কখনো এত জোরে মনে হয় যে কান ঝালাপালা হয়ে যায় ; আবার তার পরই এত দূরে সরে যায় যে প্রায় শোনাই যায় না। চারদিক চুপ হয়ে যায়, এত চুপচাপ যে কানে তালা লেগে যায়। ঘুমে বোগির চোখ জড়িয়ে আসছে, মনে পড়ল সেজমামা বলেছে কানের মধ্যে বোঁ বোঁ আওয়াজ হল নিজের রক্ত চলাচলের শব্দ।

ঠিক তারপরেই যেন সকাল হয়ে গেল। দিদিমা দরজা খুলে, জানলার পর্দা সরিয়ে বললেন, “কত ঘুমুবি তোরা ? ওঠ শীগ্‌গির, চেয়ে দেখ্ তোদের আস্তাকুঁড়ের শিম গাছে কি সুন্দর ফুল ধরেছে !”

এক লাফে রুমু বোগি রান্নাঘরের সামনে। একটা দুটো ফুল নয়, ছড়া ছড়া ফুল, ফিকে নীল, গাঢ় নীল, বেগনী, গোলাপী, আশ্চর্য তাদের রং, প্রজাপতির মত গড়ন, মিহি একটা সুগন্ধ।

ঝগড়ুও এল একটু বাদে, কুয়ো থেকে জল তোলা হলে। নাথুও এসেছিল কাপড়ের গাঁটরি মাথায় করে।

"আজ আমার বড় ভালো দিন, দিদি, গাধা কিনেছি, আর বোঝা বইতে হবে না। আর এখানে এসে দেখি গুণমণির ফুল ধরেছে। একটা বিড়ি খাইয়ে দাও, ঝগড়ু, আজ বড় ভালো দিন।"

নাথুকে নিয়ে ঝগড়ু কুয়োতলায় গেলে পর ঝগড়ুর বউ এল কালো ছেলেটাকে কোলে করে গুণমণিকে দেখতে; ছেলেটার গায়ে লাল ফতুয়া।

"কি রূপ গো, দিদি, বাড়িখানি আলো হয়ে গেছে!"

ততক্ষণে রোদ উঠে গেছে, বউ ছেলেটার গায়ের ফতুয়া ছাড়িয়ে দিল।

তার গলায় একটা সোনারুপোর মাদুলী বাঁধা।

"কি দেখছ, দিদি, দাদা কাল রাতে পাঠিয়েছে দুমকা থেকে, জ্বর বন্ধ হবার জন্য।"

"তুমি যে বলেছিলে সোনারুপো কেনবার পয়সা নেই?"

"কি জানি, দিদি, পাঠিয়েছে তো দেখছি।" সেদিন বিকেল বেলায় ভুলো ফিরে এল। নোংরা, ধুলোমাখা গলায় একটা নারকোলের দড়ি বাঁধা, হাঁপাতে হাঁপাতে জিভ ঝোলাতে ঝোলাতে এল। রুমু বোগিকে দূর থেকে দেখেই ভুলো দৌড়তে লাগল। কাছে এসে লাফিয়ে ঝাঁপিয়ে নোংরা পা দিয়ে ওদের কাপড়চোপড় ময়লা করে দিয়ে, ওদের মুখ চোখ চেটে একাকার করল।

দিদিমা এসে বললেন, "স্নান না করিয়ে ছুঁস্নে, ছুঁস্নে বলছি!"

দাদু বললেন, "দেখেছ ব্যাটার কাণ্ড! কেউ বেঁধে রেখেছিল নিশ্চয়।"

এমন সময় ঝগড়ু এসে দাঁড়াল।

ভুলোকে ফেলে রুমু ঝগড়ুর গলা জড়িয়ে ধরল। আর ভুলোও সেই সুযোগে দিল ঝগড়ুর পায়ের গুলিতে দাঁত বসিয়ে। পেজোমি একটুও কমে নি :

অনেক পরে, রাতে, ভুলোকে ঘরে নিয়ে শুয়ে বোগি বলল—

"রুমু !"

"কি দাদা ?"

"ঝগড়ুর ঘরে কালো ছেলেটা নেই। বউ বলল, ওর বাবা মা ওকে নিয়ে ছমকায় চলে গেছে।"

"সত্যি, দাদা, সত্যি ?"

"নেই তো দেখলাম।"

"ও-ই তবে ভুলো, না দাদা ? সত্যিই তবে ও-ই ভুলো।

"কি জানি, রুমু, ঝগড়ু বলে সত্যি যে কোথায় শেষ হয়, স্বপ্ন যে কোথায় শুরু হয় বলা মুশকিল।"